এসো আল্লাহর পথে- ১৩

মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদরাসা'য়
০১.০২.২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা
মুসলিম ইউনিটি ও দাওয়াহ্ শীর্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

কিতাবুদ দাওয়াহ

(মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদরাসা'য় ০১.০২.২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা 'মুসলিম ইউনিটি ও দাওয়াহ শীর্ষক সম্মেলন' এ
মুফতি মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী সাহেবের প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে)

কিতাবুদ দা'ওয়াহ

শায়খুল হাদীস মুফতী
মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ।
সাবেক শায়খুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল ।

পরিবেশনায় :

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা ।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯৬৫৯৪৫২০৭

(মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া মাদরাসা'য় ০১.০২.২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা 'মুসলিম ইউনিটি ও দাওয়াহ শীর্ষক সম্মেলন' এ
মুফতি মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী সাহেবের প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে)

কিতাবুদ দা'ওয়াহ

প্রকাশনায়
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩; ০১৯৬৫৯৪৫২০৭
http://jumuarkhutba.wordpress.com
http://furqanmedia.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং

বি: দ্রঃ কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যাতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে পাবলিকেশন্স কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল ।

মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Khitabud dawa
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 50.00 Tk. US.$ 3.00

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..কে
‘কিতাবুদ দা’ওয়াহ’ বইটি উপহার দিলাম ।

....
....
....
সাক্ষর ও তারিখ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহ:

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ
১২) সিয়াম ও ঈদ: বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?
১৩) কিতাবুদ দা’ওয়াহ

সূচীপত্র

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىْ سَيِّد الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَىْ اٰله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْنَ وَالْعَاقبَةُ للْمُتَّقِيْنَ وَلَا عُدْوَانَ الَّا عَلى الظَّالميْنَ وبَعْدُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (সুব:) । আমরা কেবল মাত্র তাঁরই প্রশংসা করি । তাঁর নিকটেই সাহায্য কামনা করি । তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই । আমাদের নফ্‌সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের কর্মের সকল ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই । আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না । আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না । আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, কোন হক মা'বুদ নেই । তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই । আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল । প্রতিটি মুমিনের উচিৎ তাকওয়া অর্জণ করা । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاته وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلمُونَ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক । এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।' (আল ইমরান ৩:১০২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ منْ نَفْس وَاحدَة وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجَالًا كَثيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফ্‌স থেকে । আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী । আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা কর । আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক ।' (নিসা ৪:১) তাকওয়ার ব্যাপারে অন্য একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا – يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল । তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন ।

যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে ।' (আহযাব ৩৩:৭০-৭১)

اَمَّا بَعْدُ فَإنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كتَابُ اللَّه وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد وَشَرَّ الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَة ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَة في النَّار

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বানী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ (সা:) এর পথ । সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল দ্বীনের ক্ষেত্রে ইবাদতের নামে নব আবিষ্কৃত বিদআত । সকল বিদআতই গোমরাহী, আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' । (নাসায়ী ১৫৭৭)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! মুসলিম জাতী আজ অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ । দল-উপদল, ফেরকাবন্দী, মনগড়া তরিক্বা ইত্যাদি সহ নানাবিধ কারণে ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা । ইসলাম, মুসলিম, ইলাহ্, রব, ঈমান, ইহসান, কুফর, জুলম, নিফাক, ফিস্ক, রিদ্দাহ ও তাগূত সহ যাবতীয় মৌলিক পরিভাষাগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে তারা । শিরক-বিদআতের সয়লাবে হারিয়ে গেছে ইসলামের তাহজীব-তামাদ্দুন ও সঠিক পরিচয় । কবর পূঁজা, মাজার পূঁজা, পীর পূঁজা ইত্যাদি আইয়্যামে জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়েছে । ধর্মীয় আহ্‌বার, রুহবান ও পীর-মাশায়েখদের গরীবনেওয়াজ, বান্দানেওয়াজ, 'আতাবখ্‌শ, গঞ্জেবখ্‌শ, গাউছ, কুতুব, আকতাব, কুতুবুল আকতাব, আবদাল ও গাউছুল আজম খেতাব দিয়ে ইলাহ ও রবের আসনে বসিয়েছে ।

অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে বহু ইলাহ্ ও বহু রবের ইবাদতের রাস্তা খোলা হয়েছে । মন্ত্রী-এমপি ও শাসকদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আইনদাতা-বিধানদাতা, আইন প্রণয়ন করা ও প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করার ক্ষমতা দিয়ে তাদের ফেরাউনের মত আল্লাহর আসনে বসিয়েছে ।

ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, আরাকান ও আফ্রিকাসহ গোটা মুসলিম বিশ্বেই আজ মুসলিম জাতী নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, পদদলিত, নিষ্পেষিত । মুসলিম জাতীকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা 'আল কুফ্‌রু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ' এর মুর্ত প্রতীক হয়ে মাঠে নেমেছে । দখল করেছে মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদান ও আরাকানসহ বহু অঞ্চল । মুসলিদের বাড়িঘর গুলো বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসলিম নারী-শিশুদের পাখীর মত গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে । মুসলিম মা-বোনদের চরম নির্যাতন করা হচ্ছে । তাদের ইয়াহুদী খ্রিস্টানরা বন্দী করে পালাক্রমে ধর্ষণ করছে । পবিত্র কুরআনের গায়ে ক্রুশ এঁকে দিয়েছে । পবিত্র কুরআন পায়খানায় ছুড়ে

মারা হয়েছে। মুসলিম বন্দীদের উলঙ্গ করে পিরামিড তৈরি করেছে। পুড়িয়ে মারা হয়েছে হাজার হাজার আরাকানী মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের। বাংলাদেশকে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের মত খ্রিস্টান রাজ্য বানানোর জন্য কয়েক হাজার এন.জি.ও এবং খ্রিস্টান মিশনারী এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। আধিপত্য বিস্তার করেছে উপকূলীয় এলাকা ও পাহাড়ী অঞ্চল সমূহ সহ বহু স্থানে। এই অবস্থায় কোন তাওহীদবাদী, সচেতন মুসলিম নর-নারী চুপচাপ বসে থেকে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মসূচী নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যই আজকের এ সম্মেলন। প্রথমেই আমরা আমাদের পরিচয় তুলে ধরছি।

আমাদের পরিচয়

আমাদের পরিচয় আমরা মুসলিম। এর বাইরে আমাদের আর কোনো পরিচয় নেই। কুরআন থেকে আমরা আমাদের মূল পরিচয় এটাই পেয়েছি। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে.

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلمِينَ

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' (ইবরাহীম ২২:৭৮)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ:) আমাদের মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ (সুব:) এটাকে পছন্দ করেছেন। আর সেজন্যই তিনি পবিত্র কুরআনে তা ঘোষনা করে দিয়েছেন। আর মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াটাই তিনি পছন্দ করেন। সে কারণেই পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلمِينَ

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন' (ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াকে পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। (আল ইমরান ৩:১০২)

কবরে গেলেও প্রশ্ন করা হবে, مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الإِسْلَامُ 'তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলতে হবে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। (আবু দাউদ ৪৭৫৫) অবশ্য এই পরিচয় দিলে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবে, বুঝলাম আপনি মুসলিম তবে কোন মুসলিম?' অর্থাৎ কোন পন্থী বা কোন দলের ইত্যাদি। তার মানে ইসলাম এখন অপরিচিত। ইসলামের অনুসারী মুসলিমকে কেউ চিনে না। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আখেরী জামানায় এমনটি হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন–

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, এবং শেষে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তণ করবে যেভাবে যাত্র শুরু করেছিলো। সৌভাগ্য সেই গুরাবাদের (যারা এ অবস্থায় ইসলামের উপর অটল থাকবে এবং মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিবে)। (সহীহ মুসলিম ৩৮৯)

আমাদের আক্বীদা

▶ঈমান হল মুখের দ্বারা ঘোষণা করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা। ঈমান আনুগত্যের কাজ দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবাধ্যতাজনিত কাজের মাধ্যমে হ্রাস পায় এবং এই অনুযায়ী ঈমানদারগণ বিভিন্ন ধাপে ধাপে বিভক্ত হন।

▶গুনাহ এবং অবাধ্যতাজনিত কাজ দ্বারা ঈমান হ্রাস পায়, কিন্তু ঈমান ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কুফরে আকবার (বড় অবিশ্বাস) ঈমানকে ভেঙ্গে দেয়।

▶ কুফর (অবিশ্বাস) দুই ধরনেরঃ ১) বড় কুফর ২) ছোট কুফর। প্রথমটি যে কাউকে সম্পূর্নরূপে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয় এবং কাফের (অবিশ্বাসী) হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্বিতীয়টি হলো অবাধ্যতামূলক কোন কাজ। যাকে সতর্ককরণ ও বিরত রাখার উদ্দেশ্যে 'কুফুর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'বড় কুফর' ও 'ছোট কুফর' এর মতো একই ভাবে প্রযোজ্য শিরক, নিফাক, যুল্ম এবং ফিস্ক। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যেও বড়-ছোট আছে। বড়গুলো দ্বারা ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় আর ছোটগুলো দ্বারা হয় না।

▶ একজন মুসলিম আল্লাহ্র কোন হুকুমের অমান্য করলে কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না হোক তা সংখ্যায় বেশী বা কম। যদিও সে এই কাজের জন্য অনুশোচনা না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্তর দ্বারা সে কাজকে বৈধ মনে না করে। একজন ফাসেক, যে গুনাহ ও অসৎ কাজে লিপ্ত সে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েও– এ অবস্থাতে তাকে কাফির বলা যায় না। যদিও সে তা চালিয়ে যায় এবং তার জন্য অনুশোচনা করে না ও

এই অবস্থাতেই সে মারা যায়। তার তাকদীর আল্লাহ্‌র (সুব:) উপর কিয়ামতের দিন নির্ভর করবে। তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন অথবা জাহান্নামের আগুনে শাস্তিও দিতে পারেন এবং এক পর্যায়ে সেখান হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

▶ যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমান বলতে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে এবং ইসলাম বলতে কাজের দ্বারা সম্পাদন করাকে বুঝানো হয়। আর যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয় তখন উভয়টিই একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন এক কথায় 'দ্বীন ইসলাম'কে বুঝাবে। এ সম্পর্কে একটি আরবী বাক্য প্রসিদ্ধ আছে:

اَلْاِسْلَامُ وَ الْاِيْمَانُ اِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا وَاِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا

'ঈমান ইসলাম যখন ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন এক হয় আর যখন এক হয় তখন ভিন্ন হয়।' অর্থাৎ যদি কোন বাক্যে ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দ উল্লেখ থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। আর যদি কোন বাক্যে শুধু ইসলাম অথবা শুধু ঈমান শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন ঈমান বলতে শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয় বরং ইসলাম অর্থাৎ আমলসহ বুঝাবে। আবার যদি কোন বাক্যে শুধু ইসলাম শব্দ উল্লেখ থাকে তখন শুধু আমলকে নয় বরং ঈমান অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস সহ বুঝাবে।

▶ আমরা কাউকে কাফির হিসেবে গননা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পাদিত কাজটি পরিষ্কারভাবে 'কুফর' বোঝা যায় এবং অবিসম্বাদীত প্রমান তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যাতে করে এটা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে প্রমানিত হয় যে, সে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বেচ্ছায় কাজটি সম্পাদন করেছে।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ (সুব:) সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, জীবন দানকারী ও জীবন গ্রহণকারী, পুনরুত্থানকারী, উত্তরাধিকারী, সমস্ত ভাল এবং ক্ষতি করার অধিকারী। আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ মানি না। কোন আহবার ও রুহবানকে আল্লাহর পরিবর্তে রব মানি না।

'তুমি জিজ্ঞাস কর– আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব।' (সুরা আনআম ৬:১৬৪)

▶ তিনি মহিমান্বিত এবং সুউচ্চ, তাঁর কোন সাদৃশ্য, পুত্র, অংশীদার বা প্রতিযোগী নেই।

'বল: তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা ইখলাস)

তার সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তার সৃষ্টির কোন কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল বিদ্যমান

রয়েছেন তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর জাতি (সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফে'লী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ সহ। তাঁর জাতি বা সত্তাগত সিফাত সমূহ হায়াত (জীবন), কুদরত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সামা (শ্রবণ), বাছার (দর্শন), ইরাদা (ইচ্ছা) আর তার ফে'লী বা কর্মবাচক সিফাত: সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর গুনাবলী ও নামসমূহ সহ অনাদি-অনন্তরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষনের মধ্যে কোন নতুনত্ব বা পরিবর্তণ ঘটেনি। তাঁর সকল বিশেষনই মাখলূকদের বা সৃষ্ট প্রাণীদের বিশেষনের বিপরীত বা ব্যতিক্রম। তিনি জানেন তবে তার জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন তবে তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন তবে তার দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন তবে তার কথা আমাদের কথার মত নয়। তিনি শুনেন তবে তার শুনা আমাদের শুনার মত নয়।

▶ একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ই ইবাদতের যোগ্য এবং আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই সমর্পন করতে হবে। ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদা এবং ইবাদতের অন্যান্য সকল উপায় তার কাছেই সমর্পণ করতে হবে।

▶ আমরা গাছপালা, পাথর বা কবরের কাছে দয়া ভিক্ষা করি না। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নামের গুনাবলী ব্যবহার করে, আমাদের সম্পাদিত ভালো কাজ বা জীবিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে সাহায্য চাই। আমরা কবরের চারদিকে মৃতদের নিকট হতে দয়ার আশায় হেটে বেড়াই না, আর না জিন বা মৃত ভালো লোকদের কাছে সাহায্যের জন্য বলি। না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও সিজদা করি। যে কেউই এর যে কোন একটি কাজ সম্পাদন করে, সে সুস্পষ্ট শিরক-এ-আকবার (বড় শিরকে) লিপ্ত হয়।

▶ আমরা আল্লাহ্‌র পার্শ্বে অন্য কোন ইলাহ্ স্থাপন করি না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বিধানের কাছে বিচার চাই না, কারণ আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা। সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনিই বিচার করেন, আদেশ দেন, নিষেধ করেন, রায় দেন এবং আইন প্রণয়ন করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজান্তা।

▶ যে কেউই আল্লাহ্‌র আইনের উপর আইন প্রণয়ন করে এবং তাঁর আইন অন্য কারও আইন দ্বারা পরিবর্তন করে সে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়। এরকম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র অংশীদার এবং বিচারকার্যে সমান হিসেবে দাঁড় করায়, এর ফলে সে ইসলামের বাইরে চলে যায়। যদি এই

ব্যক্তি কোন শাসক হয় তবে তার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে হবে এবং তাকে পদচ্যুত করতে হবে।

▶ আমরা কোন রকম উপেক্ষা, অর্থ বদলানো বা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বোঝানো ব্যতীতই আল্লাহ্র সকল নাম ও গুনাবলী যা তিনি কুরআনে বা তাঁর রাসূল (সা:)-এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন করি। আমরা আল্লাহ্র গুনাবলীর মতো কোন জ্ঞানের দাবীও করিনা।
'কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'(শুরা ৩২:১১)
আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে, তাঁর গুনাবলীতে বা তার কোন কাজে সদৃশ কেউ নেই।

▶ আমরা আল্লাহ্র ঐ সমস্ত গুনাবলী সমর্থন করি যা তিনি তাঁর নিজের জন্য ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা:) স্বীকার করেছেন, যথা: তাঁর ইয়াদুন (হাত) আছে, অজহুন (মুখমন্ডল) আছে, নাফসুন (সত্তা) আছে ইত্যাদি। সবই তার বিশেষন কোনরূপ স্বরূপ, কিরূপ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় ব্যতিরেকে। আমরা এ কথা বলি না, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা তাঁর নেয়ামত। এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়্যা ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের রীতিনীতি।

▶ আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহন আল্লাহ্ আরশের উপর সমাসীন। আরশের প্রতি তার কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপর স্থীরতা ব্যতিরেকে, তিনি আরশ ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক। তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না। বরং তিনি মাখলুকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন। আর যদি তার আরশের উপর উপবেশন করার বা স্থীর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন। কাজেই আল্লাহ এসকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক উর্দ্ধে। 'সমাসীন হওয়ার বিষয়টি জানা, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজানা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত এবং বিশ্বাস করা জরুরী।' সুতরাং আমরাও বলি যেভাবে আমাদের রব বলেছেন 'দয়াময় (আল্লাহ্) আরশে সমাসীন।' (ত্বাহা ২০:৫)

▶ আল্লাহ্ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং যখন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনন্দিত হন, হাসেন, ভালবাসেন, ঘৃণা করেন, সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ক্রোধান্বিত হন (যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন)। তাঁর কর্মে তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির সদৃশ নন এবং কিভাবে এসব কর্ম সম্পাদিত হয় তা সব মাখলুকের অজানা।

▶ কুরআন হল আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত সত্য কিতাব। যাকে সৃষ্ট বলা যায় না এবং যা কোন দিক দিয়েই মানব জাতির কথোপকথনের সদৃশ

নয়। এটি আল্লাহর কালাম যা তাঁর দ্বারা এমনভাবে কথিত যার কোনকিছুই আমাদের জ্ঞাত নয়।

▶ আমরা মালায়েকা (ফেরেশতা), নবী এবং রাসূলদের বিশ্বাস করি।

▶ আমরা রাসূলদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করি এবং ঈমান আনায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তিনি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বশেষ নবী এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নেতা। তিনি আলিমূল গায়িব, আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি, অতিমানব বা আল্লাহর কোনো অংশ নন। তিনি একজন মানুষ। তবে তার প্রতি অহী নাযিল করা হতো।

▶ আমরা বিশ্বাস করি, সজাগ অবস্থায় এবং সশরীরে মক্কার আল-হারাম মসজিদ হতে তাকে আল-আক্সা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জান্নাত হতে যতটা উচুতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন ততটা উপরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

▶ আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতীক্ষিত মাহদী (সত্যানুসারী ইমাম) এই পৃথিবীতে শেষ জামানায় রাসূল (সা:) এর উম্মাতের ভেতর হতেই আসবেন।

▶ আমরা কিয়ামতের আলামত বিশ্বাস করি। আদ-দাজ্জাল (মিথ্যা মসীহ্) এর আর্বিভাব। চতুর্থ আসমান হতে মরিয়াম পুত্র ঈসা (আ:) এর অবতরন। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, পৃথিবী হতে 'দাব্বাতুল আরদ' বা অদ্ভুত জন্তুর আর্বিভাব এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য আলামত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি কবরে দুই ফেরেশতা মুনকার এবং নাকীর কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রত্যেককে তার রব, তার দ্বীন ও এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

▶ আমরা মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, আমরা শেষ বিচারের দিন, আমলনামা পাঠ, মানদন্ড (যার উপর সম্পাদিত কাজ পরিমাপ করা হবে), আস-সীরাত (জাহান্নামের আগুনের উপর স্থাপিত পুল) এবং শাস্তি ও পুরষ্কারে বিশ্বাস করি।

▶ আমরা পাপীদের জন্য কবরের আজাবে বিশ্বাস করি (আল্লাহ্ আমাদের তা হতে রক্ষা করুন)। কবর, হয় জান্নাতের একটি সবুজ বাগান নতুবা জাহান্নামের আগুনের একটি গর্ত সরূপ এবং প্রতিটি বান্দা তাই পায় যার সে উপযুক্ত।

▶ আমরা বিশ্বাস করি সেই সুপারিশের যা রাসূল (সা:) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

▶ আমরা হাউজে কাওসারে বিশ্বাস করি যা আল্লাহ্ (সুব:) রাসূল (সা:) কে সম্মান সরূপ কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, তাঁর উম্মতের পিপাসা মিটানোর জন্য।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই সত্য। এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কখনও তা অদৃশ্য হবে না।

▶ আমরা বিশ্বাস করি যে সকল জান্নাতবাসী কোন প্রকার পরিবেষ্টন ছাড়া এবং খালি চোখেই তাদের রবের সরাসরি সাক্ষাত পাবে। 'সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।' (সুরা-কিয়ামত ৭৫:২২-২৩)

▶ আমরা আল-ক্বাদ্‌র (আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়) এর ভালো ও মন্দে বিশ্বাস করি 'তুমি বল: সমস্তই আল্লাহ্‌র নিকট হতে-----।' (নিসা ৪:৭৮) ভালো এবং মন্দ উভয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত রায়। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়।

▶ আমরা বিশ্বাস করি মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অবিশ্বাসকারী বা অবাধ্য হতে আদেশ দেন না। এবং তিনি এরকম ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট নন। 'তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না।' (যুমার ৩৯:৭) এবং যদি তিনি নাস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা নির্ধারন করে দেন, তিনিই শুধুমাত্র এর কারণ জানেন: আল্লাহ্‌র তরফ হতে ন্যায় বিচার, বান্দার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম এবং তার পূর্বে সম্পাদিত পাপের শাস্তি হিসেবে এটি হতে পারে।

'তোমার নিকট যে কোন কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্‌র তরফ হতে এবং তোমার উপর যে অকল্যাণ নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হাতে হয়ে থাকে।' (নিসা ৪:৭৯) এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই হবে এবং যা ইচ্ছা করেন না তা হবে না। এবং আল্লাহ্ তার কোন বান্দার প্রতি কখনো অন্যায় করেন না। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না-----।' (নিসা ৪:৪০)

▶ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কার্যাদি সৃষ্টি করে থাকেন: 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা আমল কর তাও।' (সাফ্‌ফাত ৩৭:৯৩) এবং বান্দারা নিজেদের কাজ সম্পাদন করে থাকে বাস্তবে, রূপক অর্থে নয়।

▶ আমরা রাসূল (সা:) এর সাহাবাদের ভালোবাসি, আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, তারা সকল উম্মাতের শ্রেষ্ঠ উম্মাত। আমরা তাদের জ্ঞানকে স্মরণ করি, তাদের শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সাথে মিত্রতা পোষণ করি। আমরা সেসব জিনিষ হতে বিরত থাকি যেসবে তাঁরা অমত

পোষণ করেছেন। তাদের প্রতি ভালোবাসা ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান (উৎকৃষ্ট ব্যবহার) এর অংশ। তাদের ঘৃণা করা হল মুনাফেকী এবং অবিশ্বাস।

▶ আমরা সমর্থন করি আবু বকর সিদ্দিক (রা:) কে প্রথম খলিফা হিসেবে, সমস্ত উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট হবার জন্য। এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব এরপর উসমান বিন আফ্‌ফান এবং এরপর আলী বিন আবী তালিবকে (আল্লাহ্ তাদের প্রত্যেকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন)। তাঁরা হলেন সত্যের অনুসারী খলিফা এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃবৃন্দ যাদের সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেন: 'তোমাদের অবশ্যই আমার সুন্নাতের এবং সত্যের অনুসারী খলীফাগনের সুন্নাত অনুসরন করতে হবে, এটি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাক।' (আবু দাউদ এবং তিরমিযী- আবু নাযিহ আল-'ইরবাদ বিন সারিয়াহ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ)

▶ আস-সালাফ-এর উলামাগণ (এই উম্মাতের প্রথম প্রজন্ম এবং যারা তাদের পদানুসরণ করেন) সর্বোত্তম উপায়ে কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে যারা খারাপ কথা বলেন তারা অবশ্যই সঠিক পথে নেই।

(ইমাম তাহাবী রচিত আল আক্বিদাতুত তাহাবিয়্যাহ; শায়খ মাকদিসী রচিত হাযিহী আক্বিদাতুনা ও অন্যান্য আক্বিদার কিতাব হতে সংগৃহীত) বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা 'কিতাবুল আক্বাঈদ' নামক বইটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ফিকহী বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ফিকহী বিষয়ে আমরা مُتَسَاهِلٌ (উদারপন্থি)। শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজমা ও কিয়াস বিষয়েও আমাদের কোন দ্বীমত নেই। আমরা বিশ্বাস করি আইম্মায়ে মুজতাহিদীন (মুজতাহিদ ইমামগণ) কুরআন-সুন্নাহ থেকে সহীহ মাসআলা বের করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন (আল্লাহ (সুব:) তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন)। তারা কোনো মাজহাবের জন্ম দেননি। তারা প্রত্যেকেই কারো অন্ধ অনুকরণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আমরা তাদের সকলকে শ্রদ্ধা করি এবং তারা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক যা কিছু সহীহ কথা বলেছেন তা মেনে চলি। আর যা কিছু ইজতেহাদি কারণে ভুল করেছেন তা বর্জন করি এবং সেক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করি। কেননা মুজতাহিদ কখনও ভুল করেন আবার কখনও ঠিক করেন। তাই আমরা কারো অন্ধ অনুসরণ করি না। সকল মুজতাহিদ ইমামগণও তাই বলেছেন। নিম্নে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

ইমাম আবু হানিফা (রহ:) (৮০-১৫০ হি:) বলেন–

'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজ নিজ রায় অনুযায়ী কথা বলা হতে বিরত থাক, তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। (আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (৮৯৭-৯৭৩ হি:) কিতাবুল মীযান (দিল্লী:আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬হি:) ১ম খন্ড, পৃ: ৬৩, লাইন ১৮। তিনি আরও বলেন, 'আমার কথা অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া হারাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার গৃহীত দলীল সম্পর্কে অবগত নয়।' (আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (৮৯৭-৯৭৩ হি:) কিতাবুল মীযান (দিল্লী:আকমালুল মাতাবে, ১২৮৬হি:) ১ম খন্ড, পৃ: ৬৩, লাইন ২২)। এখানে ইমাম সকলকে তাঁর তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁর গৃহীত দলীল যাচাই করে সেই অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কথার নয় বরং দলীলের অনুসরণ করতে বলেছেন। যাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাত বলা হয়, তাক্বলীদে ইমাম নয়।

অত:পর ইমাম আবু হানীফা (রহ:) এখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'যখন কোনো হাদীস ছহীহ বলে প্রমাণীত হবে তখন সেটাই আমার মাযহাব'। (ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রে মুখতার (দেউবন্দ; ১২৭২হি:) ১/৪৬পৃ; ঐ, (বৈরুত: দারুল ফিকর ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭-৬৮ পৃ:; শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৬ পৃ; লাক্ষ্ণৌবী, মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেউবন্দ ছাপা, তাবি) ১৪ পৃ: ৬ষ্ঠ লাইন)

তিনি ফাতওয়া দিলে বলে দিতেন যে, 'এটি আবু হানীফার রায়। আমাদের জানামতে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে।'(কিতাবুল মীযান, ১ম খন্ড ৬৩ পৃ:)

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি:) বলেন,

'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, সঠিকও বলি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলি তোমরা যাচাই কর। যেগুলি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পাও, সেগুলি গ্রহণ কর, যেগুলি না পাও, সেগুলি পরিত্যাগ কর'। (ইউসুফ জয়পুরী, হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ(বোম্বাই:পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাবি)পৃ: ৭৩)

তিনি মূলনীতির আকারে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা:) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়। (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ উর্দূ অনুবাদসহ (লাহোর; তাবি) ৯৭ পৃ: ৩য় লাইন।) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এই কবরবাসী ব্যতীত। (কিতাবুল মীযান ১/৬৪ পৃ:)

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি:):

'ইমাম শাফেঈ বলেন, যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীসের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীসের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে

ছুড়ে মারবে।' তিনি একদা স্বীয় ছাত্র ইবরাহীম মুযানীকে বলেন, 'হে ইবরাহীম! তুমি আমার সকল কথার তাক্বলীদ করবে না। বরং নিজে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। কেননা এটা দ্বীনের ব্যাপার। (শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইক্বদুল জীদ উর্দূ অনুবাদসহ (লাহোর: তাবি) ৯৭ পৃ: ৩য় লাইন)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি:):

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি:) বলেন, 'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না। তাক্বলীদ কর না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ কর কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস থেকে, যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন। (ইক্বদুল জীদ, ৯৮ পৃ: ৩য় লাইন)

চার ইমামের উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের পর আমরা দ্বাদশ শতকের ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হি:)-এর একটি আলোচনা উপহার দিয়েই অধ্যায়ের উপসংহার টানব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম শাওকানী (রহ:):

ইমাম শাওকানী (রহ:) বলেন, 'প্রত্যেক আলেম (বিদ্বান) এ কথা জানেন যে, সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ কোন বিদ্বানেরর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। বরং জাহিল ব্যাক্তি আলেমের নিকট থেকে কিতাব ও সুন্নাহ হতে প্রমাণিত শরীআতের হুকুম জিজ্ঞেস করতেন। আলেমগণ সেই মোতাবেক ফৎওয়া দিতেন। কখনও শব্দে শব্দে বলতেন, কখনও মর্মার্থ বলে দিতেন। সে মতে লোকেরা আমল করত (কুরআন ও হাদীসের) রেওয়াত (বর্ণনা) অনুযায়ী, কোন বিদ্বানের রায় অনুযায়ী নয়। বলা বাহুল্য, কারও তাক্বলীদ কারার চেয়ে এই তরীকাই সহজতর। (শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিসরী ছাপা ১৩৪০/১৯২১ খৃ:), পৃ: ১৫)

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ):

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ:) বলেন, 'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এ জন্য যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হোক বরং বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক।

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার ত্বাগুতকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সর্বাত্নক চেষ্টা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং উভয়

জাহানের সাফল্য অর্জন করা। যা ছিলো সকল নবী ও রাসূলদের কাজ। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।' (নাহল ১৬:৩৬)
তিনি আরো বলেন–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা ২:২৫৬)

এ দুই আয়াতে ত্বাগুতকে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতে ত্বাগুতের থেকে নিরাপদ দূরে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ জারী করা সকল রাসূলদের দায়িত্ব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে ত্বাগুতকে বর্জন করা আল্লাহর প্রতি ঈমানের পূর্ব শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর সকল ক্ষেত্রে তাওহীদ তথা এক আল্লাহর আনুগত্য ও সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে আল্লাহ (সুব:) বলেন–.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।' (আম্বিয়া ২১:২৫)

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো সকল নবী ও রাসূলদের মূল দায়িত্ব। মানুষ ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-বিধান মেনে চলবে। এটাই ছিলো নবী-রাসূলদের মূল মিশন। আর এর ভিত্তিতে যে জীবন ব্যবস্থা কায়েম হয় তাকেই বলা হয় দ্বীন। আল্লাহ (সুব:) সকল নবী-রাসূলদের দ্বীন কায়েমের নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

'তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।' (শুরা ৪২:১৩)

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করাই ছিলো নবী-রাসুলদের মৌলিক কর্মসূচীর অন্যতম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে। (তাওবাহ ৯:৩৩; আল ফাতাহ্ ৪৮:২৮; সফ ৬১:৯)

ইক্বামাতে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের পদক্ষেপসমূহ

১. দা'ওয়াহ।
২. আল জামাআহ।
৩. তা'লীম-তারবিয়্যাহ
৪. তায্‌কিয়াতুন নুফুস (আত্মশুদ্ধি) ও আমালে সালেহ।
৫. জিহাদ ও কিতাল

১. দাওয়াহ

ইক্বামাতে দ্বীনের জন্য আমাদের তৃতীয় কর্মসূচী হলো দাওয়াত ও তাবলীগ। কুরআন-সুন্নাহ থেকে যতটুকু সহীহ ইলম অর্জন করা হবে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া– এর নাম তাবলীগ। আর এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা– এর নাম দাওয়াহ। তবে কোনো মুরুব্বীর স্বপ্নে পাওয়া নির্দিষ্ট কিছু উসূলের প্রচলিত তাবলীগ উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআন ও সুন্নাহ তথা অহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তাবলীগ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে তাবলীগ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ (সুব:) ও রাসূলুল্লাহ (সা:) সরাসরি নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ক্ষতি) থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (মায়েদা ৫:৬৭)

রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন– بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি পংক্তি হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।' (বুখারী ৩৪৬১)

এমনকি বিদায় হজে তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামদের উদ্দেশ্য করে বলেন– فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ 'উপস্থিত লোকেরা যেনো অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে যে পৌঁছায় তার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হয় সে বেশী হেফাজতকারী হয়।' (বুখারী ৭০৭৮)

যারা আল্লাহর নাজিলকৃত অহী তথা কুরআন ও সুন্নাহর তাবলীগ করে তাদের প্রশংসা করে রাসূল (সা:) বলেন–

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

'আল্লাহ (সুব:) সে ব্যক্তিকে সুখে-শান্তিতে রাখুন, যে আমার কথা শুনার পর তা স্মরণ রাখে এবং অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দেয়। বস্তুত ফিকাহ তত্ত্ববিদ একে অপরের চেয়ে বিচক্ষণ। আবার এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ফকীহ নন।' (আবু দাউদ ৩৬৬২; তিরমিজি ২৬৫৬; ইবনে মাজাহ ২৩০)

দাওয়াত ও তাবলীগ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের ঘোষণা :

১. (الْأَمْرُ بِه) দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ।

২. (جَعْلُهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে মুমিনদের জন্য আবশ্যকীয় গুনাবলী আখ্যায়িত করা।

৩. (اعْتِبَارُ فِعْلِ مَا يُضَادُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِلْمُنَافِقِيْنَ) দাওয়াত ও তাবলীগের বিপক্ষে অবস্থান করাকে মুনাফিকদের চরিত্র হিসাবে আখ্যায়িত।

৪. (جَعْلُهُ سَبَبًا لِلْخَيْرِيَّةِ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৫. (بَيَانُ اَنَّ تَرْكَهُ سَبَبٌ لِوُقُوْعِ اللَّعْنِ وَالْاِبْعَادِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা অভিশাপ ও লা'নতের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৬. (بَيَانُ اَنَّ فِعْلَهُ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নাজাতের কারণ হিসেবে ঘোষনা।

৭. (بَيَانُ اَنَّ تَرْكَهُ سَبَبٌ لِلْهَلَاكِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা ধ্বংসের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৮. (اعْتِبَارُهُ سَبَبًا لِلنَّصْرِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আল্লাহর সাহায্যের কারণ।

৯. (اعْتِبَارُ تَرْكِه سَبَبًا لِلذَّمِّ وَالتَّوْبِيْخِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা তিরস্কার ও ধমকির কারণ।

১০. (وَصْفُ مَنْ تَرَكَهُ وَقَعَدَ عَنْهُ بِالظُّلْمِ) তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করে বসে পড়াকে জুলুম বলে ঘোষণা।

১১. (نَفْيُ الْاِيْمَانِ عَمَّنْ قَعَدَ عَنْهُ وَلَوْ بِالْقَلْبِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে বিরত থাকাকে ঈমান না থাকা বলে আখ্যায়িত করা।

১২. (اَلشَّهَادَةُ بِالْاِيْمَانِ لِفَاعِله–وَتَارَةً يَجْعَلُهُ مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ) যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজ করবে তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান এবং তা মুমিনদের সর্বোত্তম কাজ বলে ঘোষণা।

১৩. (تَارَةً يَقْرُنُهُ بِعَدَدٍ مِنَ الْحُقُوْقِ وَالْوَاجِبَاتِ وَيَجْعَلُهَا مَعَهُ فِيْ سِيَاقٍ وَاحِدٍ) পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো স্থানে দাওয়াতের কাজকে অন্যান্য ওয়াজিব কাজের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো :

১. (اَلْأَمْرُ بِه) দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।' (ইমরান ৩:১০৪) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। (নাহল ১৬:১২৫) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

'আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে তাহলে সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয়

তাহলে সে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে। আর যদি তাও সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' (মুসলিম ১৮৬, আবু দাউদ ১১৪২, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনে মাজাহ ৪০১৩, মুসনাদে আহমাদ ১১১৫০, ১১৪৬০, বায়হাকী ১১৮৪৭, মেশকাত ৫১৩৭)

২. (جَعْلُهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে মুমিনদের জন্য আবশ্যকীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (তাওবা ৯:৭১)

৩. (اعْتِبَارُ فِعْلِ مَا يُضَادُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ لِلْمُنَافِقِيْنَ) দাওয়াত ও তাবলীগের বিপক্ষে অবস্থান করাকে মুনাফিকদের চরিত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; তারা অসৎকাজের আদেশ করে, সৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে (দান করা থেকে বিরথ থাকে)। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান। (তাওবা ৯:৬৭)

৪. (جَعْلُهُ سَبَبًا لِلْخَيْرِيَّةِ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা। আল্লাহ (সুব:) বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (ইমরান ৩:১১০)

৫. (بَيَانُ اَنَّ تَرْكَهُ سَبَبٌ لِوُقُوْعِ اللَّعْنِ وَالْاِبْعَادِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা অভিশাপ ও লা'নতের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ – كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

'বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদের দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।' (মায়েদা ৫:৭৮,৭৯)

৬. (بَيَانُ اَنَّ فِعْلَهُ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নাজাতের কারণ হিসেবে ঘোষনা। ইরশাদ হয়েছে–

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি গুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল অল্পই ছিল, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; যাদের (এই অল্প সংখ্যক লোকদের) আমি নাজাত দান করেছিলাম।' (হুদ ১১:১১৬)

৭. (بَيَانُ اَنَّ تَرْكَهُ سَبَبٌ لِلْهَلَاكِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা ধ্বংসের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা। ইরশাদ হচ্ছে–

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

'কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপাচার সংঘটিত হলে। কওমের লোকেরা তা পরিবর্তণ করতে সক্ষম হওয়া স্বত্তেও তা পরিবর্তণ না করলে আল্লাহ (সুব:) তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করবেন।' (আবু দাউদ ৪৩৪০)

৮. (اعْتِبَارُهُ سَبَبًا لِلنَّصْرِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আল্লাহর সাহায্যের কারণ। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ – الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভূক্ত।' (হজ্জ ২২:৪০,৪১)

৯. (اعْتِبَارُ تَرْكه سَبَبًا للذَّمِّ وَالتَّــوْبِيْخِ) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করা তিরস্কার ও ধমকির কারণ। ইরশাদ হচ্ছে–

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَــا كَــانُوا يَصْنَعُونَ

'দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদের পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।' (মায়েদা ৫:৬৩) এই আয়াতে আলেমদের মন্দ কাজ থেকে নিষেধ না করার কারণে ধমকি দেওয়া হয়েছে।

১০. (وَصْفُ مَنْ تَرَكَهُ وَقَعَدَ عَنْــهُ بِــالظُّلْم) তাবলীগের কাজ পরিত্যাগ করে বসে পড়াকে জুলুম বলে ঘোষণা। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُون مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَاد فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًــا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি গুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল অল্পই ছিল, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; যাদের (এই অল্প সংখ্যক লোকদের) আমি নাজাত দান করেছিলাম। আর যারা (পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা প্রদান না করে) যুলম করেছে, তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিল এবং তারা ছিল অপরাধী।' (হুদ ১১:১১৬)

১১. (نَفْيُ الْإِيْمَان عَمَّنْ قَعَدَ عَنْهُ وَلَــوْ بِالْقَلْــب) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে বিরত থাকাকে ঈমান না থাকা বলে আখ্যায়িত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّة قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّته حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُــذُونَ بِسُنَّته وَيَقْتَدُونَ بِأَمْره ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدهمْ خُلُوفٌ يَقُولُــونَ مَــا لاَ يَفْعَلُــونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَده فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانه فَهُــوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبه فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَان حَبَّةُ خَرْدَلٍ

'আমার পূর্বে আল্লাহ (সুব:) যে নবীকেই কোন উম্মতের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর জন্য একদল সাহাবীও ছিল। তারা তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রাখন এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের অবর্তমানে কতগুলো মন্দ লোক স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা মুখে যা বলে নিজেরা তা করেনা ।আর যা করে তার জন্য তাদের নির্দেশ করা হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি তাদের হাত (শক্তি) দ্বারা মুকাবিল করবে সে মুমিন। যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবে সেও মুমিন। আর যে ব্যক্তি

অন্তর দ্বারা মুকাবেলা করবে সেও মুমিন। এরপর আর সরিসার দানা পরিমানও ঈমানের স্তর নেই।' (মুসলিম ১৮৮)

১২. (اَلشَّهَادَةُ بِالْإِيْمَان لفَاعله–وَتَارَةً يَجْعَلُهُ مِنْ اَفْضَل اَعْمَال الْمُؤْمنيْنَ) যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজ করবে তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে এবং তা মুমিনদের সর্বোত্তম কাজ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত?' (ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

১৩. (تَارَةً يَقْرِنُهُ بِعَدَد مِنَ الْحُقُوْق وَالْوَاجِبَات وَيَجْعَلُهَا مَعَهُ فِــيْ سِــيَاق وَاحِــد) পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতের কাজকে অন্যান্য ওয়াজিব কাজের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّــاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَات فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَــإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيق قَالَ غَــضُّ الْبَــصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَام وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوف وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বললো, এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি বললেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললো, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেয়া, সংকাজের আদেশ দেয়া এবং অসংকাজে নিষেধ করা।' (বুখারি ২৪৬৫)

দায়ীদের জন্য শর্তাবলী : (الشروط التي لا بد من توافرها في الداعي)

১. **اَلتَّكْلِيْفُ** জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল ও শিশু না হওয়া।

২. **اَلْإِسْلَامُ** মুসলিম হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّه الْإِسْلَامُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।' (আল ইমরান ৩:১৯) কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভুমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অত:পর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (নুর ২৪:৩৯)

৩. اَلْإِخْلَاصُ وَإِحْضَارُ النِّيَّةِ বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তাদের এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করবে।' (বাইয়িন্যাহ ৯৮:৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে ঈমানদারগণ!তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অত:পর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিস্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।' (বাকারা ২:২৬৪)

৪. مُتَابَعَةُ السُّنَّةِ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাতের অনুসারী হওয়া। কেননা সুন্নাহের বিপরীত কোন কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেকে সওয়াবের উদ্দেশ্যে বিদআতি আমল করে আর তারা মনে করে অনেক সওয়াবের কাজ করছে। অথচ আল্লাহ কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতিয় লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন−

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

'বলুন: আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।' (কাহাফ ১৮:১০৩, ১০৪)

৫. اَلْمُتَابَعَةُ ইলম অনুযায়ী আমল করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।' (কাহাফ ১৮:১১০)

৬. اَلْعِلْمُ ইলম অর্জণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে জেনে বুঝে দাওয়াত দেই। আমি এবং আমার অনুসারীরা।' (ইউসুফ ১২:১০৮)

৭. القدرة সক্ষমতা অনুযায়ী আমল পূর্ণ করা। কেননা আল্লাহ (সুব:) কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত আমল করার জন্য বাধ্য করেননি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেননা।' (বাকার ২:২৮৬)

৮. اَلْمُدَاوَمَةُ বিরতিহীনভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ (সুব:) রাতের বেলায় অর্ধরাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি ইবাদত করতে বলেছেন। বাকি অংশ বিশ্রাম নেয়ার জন্য বলেছেন। কেননা দিনের বেলায় তাকে দাওয়াতের ময়দানে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) বলেন−

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

'নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।' (মুযাম্মিল ৭৩:৭)

এখানে سبح শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ সাঁতার কাটা। অতঃপর তার সাথে طويل শব্দ যোগ করে দীর্ঘ সাঁতার কাটার কথা বলা হয়েছে। এখানে একটি সুক্ষ রহস্য রয়েছে। আর তা হলো− সাঁতার কাটতে হলে একই সঙ্গে হাত-পা সহ সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ একসাথে কাজে লাগাতে হয় এবং বিরতিহীনভাবে চালু রাখতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে দাওয়াতী কাজ

করতে গিয়েও কোনোরূপ ক্লান্ত বা হাত-পা ছেড়ে দেয়া যাবে না। তাহলে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ তাই করেছেন। নূহ (আ:) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا – فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا – وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا – ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا – ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا – فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

‘সে বলল, ‘হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহবান করেছি। ‘অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে’। ‘আর যখনই আমি তাদের আহ্বান করেছি ‘যেন আপনি তাদের ক্ষমা করেন’, তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদের পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে’। ‘তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে আহবান করেছি’। অতঃপর তাদের আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। আর বলেছি, ‘তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল’।’ (নূহ ৭১:০৫-১০)

দায়ীদের আদব : (اَلْآدَابُ الْوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الْمُحْتَسِب)

১. (الرِّفْــقُ) **কোমল ও নম্র আচরণ সম্পন্ন হওয়া।** একজন দায়ীকে নম্র ও ভদ্র হওয়া অপরিহার্য। এটি আল্লাহ কাছেও প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন–

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:) সরল ও সুকোমল। আর সকল ক্ষেত্রে সরলতাকে তিনি ভলোবাসেন।’ (বুখারী ৬৯২৭; মুসলিম ৬৭৬৬; আবু দাউদ ৪৮০৯; ইবনে মাজাহ ৩৬৮৮) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

‘নিশ্চয়ই কোমলতা বস্তুকে সাফল্যমন্ডিত করে, আর কঠোরতা অসুন্দর ও দোষণীয় করে।’ (মুসলিম ৬৭৬৭; তিরমিজি ১৯৭৪; আবু দাউদ ২৪৮০; আহমদ ১৩৫৩১) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

‘যে ব্যক্তি নম্রতা ও কোমলতা থেকে বঞ্চিত সে সকল প্রকার কল্যান থেকেই বঞ্চিত।’ (মুসলিম ৬৭৬৩; আবু দাউদ ৪৮১১; ইবনে মাজাহ ৩৬৮৭) আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা:) খুবই নম্র ও কোমল স্বভাবের ছিলেন। আল্লাহ (সুব:) তাঁর প্রশংসা করে বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

‘আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। (আল ইমরান ৩:১৫৯) অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।’ (তাওবাহ ৯:১২৮) রাসূলুল্লাহ (সা:) সর্বদাই উম্মতের জন্য চিন্তা ফিকির করতেন। ফলে আল্লাহ (সুব:) তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

‘যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত: আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।’ (কাহাফ ১৮:৬) অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন–

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

‘আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচেছ তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ্ তায়ালার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।’ (আল ইমরান ৩:১৭৬) আল্লাহ (সুব:) মুসা এবং হারুন (আ:) এর মতো দুজন নবিকে ফিরআউনের মতো কুখ্যাত কাফেরের নিকটে পাঠানোর সময়ও নম্র ও ভদ্র আচরণ করার নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

‘তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’ (তাহা ২০:৪৪) সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা মুসা ও হারুনের চেয়ে ভাল কর্মি নই। পক্ষান্তরে যাকে দাওয়াত দিচ্ছি সেও ফিরআউনের চেয়ে খারাপ নয়। অথচ আমার চেয়ে ভাল ব্যক্তিকে ফিরআউনের খারাপ ব্যক্তির কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রেও নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে বলা হয়েছে। তবে এটি ঐ ব্যক্তির জন্য যার কাছে নম্রতা ও ভদ্রতার মূল্য আছে। আর যার কাছে এগুলোর কোন মূল্য নেই তার সাথে কঠোর আচরণ করাই উত্তম। বিশেষ করে জিহাদের ময়দানে কঠোর হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। আল্লাহ (সুব:) নিজেই কঠোর হতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও।' (তাওবা ৯:৭৩) বাস্তবেও রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে ফুলের ন্যায় সুকোমল ও কাফেরদের বিরূদ্ধে কঠোর ছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَالَّذينَ مَعَهُ أَشدَّاءُ عَلَى الْكُفَّار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়।' (মুহাম্মাদ ৪৮:২৯) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ منْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأْتي اللَّهُ بقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَـهُ أَذلَّة عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافرينَ يُجَاهدُونَ في سَبيلِ اللَّه وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَـةَ لَائمٍ ذَلكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (মায়েদা ৫:৫৪)

২. (اَلْبَدْءُ بِـالنَّفْس) **নিজে প্রথমে আমল করা।** অবশ্য নিজের মধ্যে আমল না থাকলেও দাওয়াতের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। হয়তো সে উসিলায় তার ভেতরে আমল করার প্রবণতা তৈরি হবে। আমল বিহীন দাওয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন–

يُجَاءُ بالرَّجُل يَوْمَ الْقيَامَة فَيُلْقَى في النَّار فَتَنْدَلقُ أَقْتَابُهُ في النَّار فَيَدُورُ كَمَـا يَـدُورُ الْحمَارُ برَحَاهُ فَيَجْتَمعُ أَهْلُ النَّار عَلَيْه فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْس كُنْت تَأْمُرُنَا بالْمَعْرُوف وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَر قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بالْمَعْرُوف وَلَا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَـنْ الْمُنْكَر وَآتيه...

'কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে

বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্ত আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদের অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।' (বুখারি ৩২৬৭; মুসনাদে ২১৮৪; বায়হাকি ২০৭০৪; মেশকাত ৫১৩৯) এখানে গাধার সাথে তুলনা করার মধ্যে একটি সুক্ষ রহস্য রয়েছে। আর তা হলো কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ঐ সকল লোকদের গাধার সাথে তুলনা করেছেন যারা আল্লাহ বাণী শুনা স্বত্তেও কর্ণপাত না করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفرَةٌ – فَرَّتْ منْ قَسْوَرَة

'তারা যেন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত বন্য গাধা।' (মুদ্দাসির ৭৪:৫০-৫১) তাছাড়া যারা অন্যকে সৎ উপদেশ দেয় অথচ নিজেরা আমল করে না তাদের পবিত্র কুরআনে তিরস্কার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالْبرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكتَابَ أَفَلَا تَعْقلُونَ

'তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদের ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না?' (বাকারা ২:৪৪) পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) এ জাতিয় মানুষকে ধমক দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ – كَبُرَ مَقْتًا عنْدَ اللَّه أَنْ تَقُولُوا مَـا لَـا تَفْعَلُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়। (সফ ৬১:২-৩) একারণেই শুআইব (আ.) তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন–

وَمَا أُريدُ أَنْ أُخَالفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أُريدُ إلَّا الْإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। (সূরা হুদ, ১১:৮৮)

৩. المـساواة بـين القرابـة وغيرهـم **আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মাঝে সমানভাবে দাওয়াহ পেশ করা।** একজন মুমিন যেভাবে নিজেকে সকল প্রকার গুনাহ থেকে পুত ও পবিত্র রাখবে ঠিক তেমনিভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও অধিনস্ত লোকদের মধ্যেও গুরুত্বের সহকারে দাওয়াত পেশ করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَنْذرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ

'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর।' (শুআরা ২৬:২১৪) অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও।' (তাহরীম ৬৬:৬)

৪. (اَلْبَدْءُ بِالْأَهَمِّ وَتَقْدِيْمُهِ عَلَيْ غَيْرِهِ وَأَهَمِّيَّةُ التَّدَرُّجِ فِيْ ذٰلِكَ حَسْبَ مَا تَقْتَضِيْهِ الْمَصْلَحَة) দাওয়াহর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একজন দায়ীকে অবশ্যই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। একজন গ্রাম্য লোককে প্রথমেই 'গণতন্ত্র শিরক' অথবা এরকম কঠিন কোন বিষয় উপস্থাপন করলে সে কিছুই বুঝবে না। আমাদের এ সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। তাই সর্বপ্রথম তাওহীদ অর্থ কি? তাওহীদের গুরুত্ব কি? তাওহীদের ফজিলত কি? তাওহীদের বিপরীত: শিরক। শিরকের অর্থ কি? শিরক সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বিধান কি? ইসলামের রোকন কয়টি ও কি কি? ঈমানের রোকন কয়টি ও কি কি? ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো (نواقض الايمان) কি কি? ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদের রোকন কয়টি ও কি কি? তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি? তাগূত অর্থ কি? প্রধান প্রধান তাগূতগুলো কারা? ইত্যাদি আলোচনা করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এ কারণেই সকল নবী ও রাসূলগণ নিজ জাতিকে সর্ব প্রথম তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে অনেক নবীদের মূল দাওয়াত এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। (আরাফ ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হুদ ৫০, ৬১, ৮৪; নাহল ৩৬; মুমিনুন ২৩, ৩৩; নাম্‌ল ৪৫; আনকাবুত ৩৬) নবী-রাসূলগণ প্রথমেই মদ, জিনা হারাম হওয়া নিয়ে কথা বলেননি। বরং তারা সর্ব প্রথম তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটাই ছিল প্রথম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত দাওয়াতের পদ্ধতি। আর আমাদের তাদের পথ ও পদ্ধতি অনসরণ করার নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

'এরাই তারা, যাদের আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর।' (আনআম ৬:৯০) আয়শা (রা:) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন–

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ...

'মুফাস্‌সাল সুরাসমূহের মাঝে প্রথমত ঐ সুরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সুরাগুলো নাজিল হয়েছে। যদি সুচনাতে এই আয়াত নাজিল হতো যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতেই নাজিল হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করব না। আমি যখন খেলাধুলার বয়সী একজন বালিকা, তখন মক্কায় মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাজিল হয়। 'অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্তকর।' বিধান সম্বলিত সুরা বাকারা ও সুরা নিসা আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাথে থাকাকালীন অবস্থায় নাজিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়েশা (রা:) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের কপি বের কররেন এবং সুরাসমূহ লেখালেন....।' (বুখারী ৪৯৯৩) অপর হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ اللَّه بَعَثَ مُحَمَّدًا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . فَلَمَّا صَدَّقَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ زَادَهُمْ الصَّلَاة . فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمْ الصِّيَام . فَلَمَّا صَدَّقُوا بِه زَادَهُمْ الزَّكَاة . فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمْ الْحَجّ . فَلَمَّا صَدَّقُوا بِه زَادَهُمْ الْجِهَاد . ثُمَّ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينهمْ فَقَالَ الْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا

'আল্লাহ (সুব:) মুহাম্মদ (সা:) কে পাঠালেন, এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ ব্যাতিত কোন ইলাহ নেই। মুমিনরা যখন এই কথার স্বীকৃতি দিল তখন তাদের উপর সালাত ফরজ করা হলো। যখন তারা সালাত বাস্তবায়ন করলো তখন তাদের উপর সিয়ামের বিধান দিল। যখন তারা সিয়াম পালন করলো তখন তাদের উপর জাকাত ফরজ করা হলো। যখন জাকাতের বিধান পালন করলো তখন হজ্জের বিধান দেওয়া হলো যখন হজ্জের বিধান পূর্ণ করলো তখন জিহাদের বিধান প্রদান করা হলো। এরপর

এই আয়াত অবতীর্ন করা হলো : আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' (ইবানাতুল কুবরা লি ইবনে বাত্তাল ৮২১; তাহজিবে সুনানে আবু দাউদ ২/৩৪৩; তাফসীরে বাগাবী ৭/২৯৮)

এখানে গুরুত্ব অনুযায়ী দাওয়াতের ধারাবাহীকতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই আমাদেরও এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।

৫. (اَلصَّبْرُ وَاحْتِمَالُ الْأَذَيْ) ধৈর্যধারণ করা এবং কষ্ট সহ্য করা।

যারা হকের দাওয়াত দিবে তাদের অবশ্যই যে কোন বিপদাপদের সম্মুখিন হওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতে হবে। পূর্বেকার সকল নবী রাসূলসহ যারাই হকের পক্ষে কথা বলেছেন তাদেরই জুলুম-অত্যাচার, লাঞ্চনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) বলেন–

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, অত:পর তারা তাদের অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে। (আনআম ৬:৩৪) এ কারণেই লোকমান তার প্রিয় পুত্রকে উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছিলেন–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। (লোকমান ৩১:১৭) আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কেও আল্লাহ (সুব:) একই নির্দেশ দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাক–পরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর। (মুদ্দাসির ৭৪:১-৭) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (নাহল ১৬:১২৭) শুধু আমাদের নবীই কেন অন্যান্য নবীরাও একই অবস্থার সম্মুখিন হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। (আল ইমরান ৩:১৪৬-১৪৮) সাহাবায়ে কিরামরাও এরকম বিপদাপদের সম্মুখিন হয়েছে এবং তারা সবর ও ইস্তিকামাতের সাথে মুকাবেলা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন'। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। (আহযাব ৩৩:২২) অতঃপর আমরা যারা তাদের পথে চলবো তাদেরও সাবধান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অবশ্যই তোমাদের তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (আল ইমরান ৩:১৮৬) পরিক্ষা-নিরীক্ষা আসাটাই স্বাভাবিক। কেননা স্বর্ণ যদি সুন্দরী নারীর গলার হার হতে চায় তাহলে তাকে আগুনে পুরতে হয়, হাতুড়ির বাড়ি খেতে হয়। তারপরেই সে হার হয়ে গলায় ঝুলে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদের স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (বাকারা ২:২১৪) অপর আয়াতে আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ – وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। (আনকাবুত ২৯:২-৩) আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদের যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদের। (আল ইমরান ৩:১৪২) আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (তাওবা ৯:১৬)

৬. (اَلْحِلْمُ) সহনশীল হওয়া। সবর ও হিল্‌ম কাছাকাছি শব্দ। তবে হিল্‌ম বলা হয়– **ضبط النفس عند هيجان النفس** 'রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই গুণের কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইব্রাহীম (আ.) এর প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

'নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।' (তাওবা ৯:১১৪) রাসূলুল্লাহ (সা:) এ কারণে কোন কোন সাহাবীর প্রশংসা করেছেন। যেমন : আশাজ আবদুল কায়েস নামক একজন ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন–

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

'তোমার মাঝে দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ (সুব:) ভালবাসেন। তা হলো– কোমল হৃদয় ও স্থীরতা।' (বুখারী ১২৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ...

'আমি যেন এখনো নবী (সা.) কে দেখছি যখন, তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা অজ্ঞ।' (বুখারী ৬৯২৯; মুসলিম ৪৭৪৭; ইবনে মাজাহ ৪০২৫; আহমদ ৪০৫৭)

৭. (اَلْبَدْءُ بِالْأَرْفَقِ) তুলনামূলক সহজটি দিয়ে দাওয়ার কাজ শুরু করা।

এটি মূলত অবস্থাভেদে কার্যকর হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে নম্রতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বের বিবেচনা করে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আবার কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ ও জনগণের জন্য সদয় হয় এমন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। (হুজরত ৪৯:৯) এখানে আল্লাহ (সুব:) প্রথমে সংশোধণ করার নির্দেশ করেছেন। তা যদি ফলপ্রসু না হয় তাহলে শক্তি প্রয়োগ করতে বলেছেন। এভাবে সহজ থেকে কঠোরতার দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে কুরআনে নারীদের ব্যাপারে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ কর এবং তাদের (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। (নিসা ৪:৩৪) এখানে নারীদের বিভিন্ন স্তরের উপর ভিত্তি করে বিধান দেওয়া হয়েছে। কারো জন্য প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাকানোই যথেষ্ট। আবার কারো জন্য তিরষ্কার করা, কারো জন্য উপদেশ দেওয়া, কারো জন্য ধমক দেওয়া আর কারো জন্য এর কোনটাই কাজে আসে না তাকে শাস্তি প্রদান করা। এখানে জেনে রাখতে হবে যে দাওয়াত দুইভাবে হতে পারে– নরম ও গরম। নরম পদ্ধতি হলো– আল্লাহর দিকে আহ্বান করা– হিকমাহ (কৌশল) ও মাওয়েজা হাসানাহ (সুন্দর উপদেশ) দ্বারা এবং সুন্দর ও মাধুর্যতার সাথে দলিল পেশ করার মাধ্যমে। তাতে যদি কাজ হয় তাহলে তো ভাল কথা। আর যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে গরম ও কঠোর পন্থা অবলম্বন করা। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করা। এক আল্লাহর ইবাদত কায়েম হয়, আল্লাহর হুদুদ (বিচার ব্যাবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়, আদেশগুলো বাস্তবায়িত হয়, নিষেধগুলো পরিত্যাক্ত হয়। এবিষয়টিকেই নিম্নের আয়াতে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْميزَانَ لِيَقُومَ النَّـاسُ بِالْقِـسْط وَأَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْـبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। (হাদিদ ৫৭:২৫) এ আয়াতে ইকামাতুল হুজ্জাতের (দলিল পেশ করার) পরে কাজ না হলে তরবারি কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল জাওযী (র.) নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِـيَ أَحْـسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি

খুব ভাল করেই জানেন। (নাহল ১৬:১২৫) এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মানুষের বিভিন্ন প্রকারভেদে দাওয়াতের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্নভাবে ঘোষণা করেছেন।

৮. مُرَاعَاةُ الْمَصَالِحِ وَتَحْقِيْقُهَا ، وَدَرْءُ الْمَفَاسد وَتَعْطِيْلُهَا জনকল্যাণমূলক বিষয় বিবেচনায় রাখা ও তা বাস্তবায়ন করা। ক্ষতিকর ও অকল্যানমূলক বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলা এবং তা বাতিল করা।

এটি একটি মূলনীতি যার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আর আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া ২১:১০৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদের আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদের জীবন দান করে। (আনফাল ৮:২৪)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। (বাকারা ২:১৮৫)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ তোমাদের থেকে (বিধান) সহজ করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। (নিসা ৪:২৮) তবে কল্যান ও অকল্যানের মাপকাঠি হবে শরিআহ। মানব রচিত কোনো আইন-কানুন বা সংবিধান নয়। জনকল্যান অথবা হিকমাহর নামে কোনো কাজ বন্ধ রাখা যাবে না। আল্লাহ (সুব:) কাজ করার জন্য হিকমাহ বা মাসলেহাতকে বিবেচনায় রাখতে বলেছেন। কাজ বন্ধ করার জন্য নয়। এখানেই অনেকে ভূল করে। কিভাবে হিকমাহ ও মাসলেহাতের দোহাই দিয়ে কাজ না করে পারা যায়। সে ব্যাপারে সব রকম কৌশল তালাশ করে। এ প্রবণতা বর্জণ করা উচিত।

(اَلصِّفَاتُ اللَّازِمَةُ تَوَافُرُهَا فِي الْمُحْتَـسب) একজন দায়ীর যে সকল গুনাবলী থাকা উচিত :

১. (اَلْعَدَالَـةُ) সৎ হওয়া। একজন দায়ীকে অবশ্যই সৎ ও ন্যায় পরায়ন হওয়া বাঞ্চনীয়। তাহলে জনগনের মধ্যে তার কথার প্রভাব পরবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (ইমরান ৩:১০৪) দায়ীদের সফলকাম বলা হয়েছে। আর ফাসেক ব্যক্তি সফলকাম হতে পারে না। সুতরাং দায়ীকে ফাসেকের বিপরীতে আদেল বা ন্যায়পরায়ন হতে হবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন−

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদের ভূলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?' (বাকারা ২:৪৪) এ আয়াতে মুখে এক কথা বলা আর বাস্তবে তার বিপরীত করাকে তিরস্কার করা হয়েছে। একারণেই কোনো কোনো নবী তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন−

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

'(শোয়ায়েব (আ:) বললেন) আমি চাই না যে তোমাদের যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।' (হুদ ১১:৮৮)

২. (تَذَكُّرُ عَظْمَة الله تَعَالَيْ وَالتَّفَكُّرُ فِيْ ضُعْفِ الْخَلْقِ وَعجْزِهِمْ أَمَامَ قُدْرَتِه وَقُوَّته) **আল্লাহর মহত্বের কথা স্মরণ করা এবং মাখলুকের দূর্বলতা ও আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে তাদের অক্ষমতার কথা চিন্তা করা।** দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে সমাজের প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোকদের তোয়াক্কা না করা। কেননা আল্লাহর শক্তির সামনে তাদের শক্তি নিতান্তই দূর্বল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

'আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে।' (গাফের ৪০:৫১) এই আয়াতে মুমিনদের আল্লাহ (সুব:) সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। যার জন্য আল্লাহর উপর ঈমান রেখে সত্যিকার মুমিন হওয়া জরুরী।

৩. (تَيَقُّنُ الْاَبْتِلَاء وَالْاَمْتِحَان) **বিভিন্ন ধরণের পরিক্ষা-নিরীক্ষা ও বিপদাপদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা।**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন−

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (বাকারা ২:১৫৫) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি।' (মুহাম্মদ ৪৭:৩১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

'অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।' (আল ইমরান ৩:১৮৬) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

'খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়ায় চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

"তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোঁড়া হতো। তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংসগুলো হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচার স্বত্তেও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না।

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো। (বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩)

৪. (اَلْيَقِيْنُ بِمَا وَعَدَ اللهُ الدَّاعِيْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيْمِ) আল্লাহ (সুব:) দায়ীদের জন্য যেই মহা পুরুস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন সেই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

فَوَاللَّه لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ...

'আল্লাহর শপথ তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য একটি লাল উষ্ট্রি পাওয়ার থেকেও উত্তম।' (বুখারী ২৯৪২; মুসলিম ৬৩৭৬)

৫. (اَلتَّفَكُّرُ فِيْ حَقَارَةِ الدُّنْيَا وَزَوَالِ مُلَذَّاتِهَا مَعَ مُقَارَنَةِ ذَلِكَ كُلِّه بِالدَّارِ الْـآخِرَةِ) দুনিয়ার তুচ্ছতা এবং তার আনন্দ অতি শিঘ্রই বিলীন হয়ে যাবে এই ব্যাপারে সর্বদাই চিন্তা করা সাথে সাথে আখেরাতের কথাও স্মরণে রাখা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

'তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অত:পর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অত:পর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান।' (কাহাফ ১৮:৪৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ

عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তূপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে।' (ইউনুস ১০:২৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।' (আল ইমরান ৩:১৮৫)

৬. (مَعْرِفَةُ طَبِيْعَةِ هَذِه الْمُهِمَّةِ الْكَبِيْرَةِ وَمَا تَقْتَضِيْه وَتَتَطَلَّبُهُ مِنَ التَّكَالِيْفِ وَالتَّضْحِيَّاتِ وَالْمُشَقَّاتِ) দাওয়াতী কাজের মহান গুরুত্বের কথা স্মরণে রাখা এবং এই কাজ করতে গিয়ে যেই কষ্ট, লোকদের হাসিঠাট্টা ও বিপদাপদের সম্মুক্ষীন হতে হয় তা জেনে রাখা।

৭. (إِمعَانُ النَّظْرِ فِيْمَا قَصَّ اللهُ تَعَالَيْ فِيْ كِتَابِه مِنْ أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ أَقْوَامِهِمْ.. وَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ فِيْ ذَلِكَ، وَمَا سَطَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ ذِكْرِ تَرَاجِمِ الْأَخْيَارِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذِه الْأُمَّةِ وَمُصْلِحِيْهَا، وَمَا لَاقُوْهُ مِنَ الْأَذيْ) আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে নিজ নিজ গোত্রের সাথে নবীদের যেই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করা। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ রয়েছে তাও লক্ষ করা। সাথে সাথে এই উম্মতের আলেম এবং সৎ লোকদের জীবনিও ভালভাবে পড়াশুনা করা এবং তারা যেই সমস্ত দু:খ কষ্টে সম্মুখিন হয়েছেন তা জেনে রাখা।

৮. (اَلتَّعَرُّفُ عَلَيْ سُنَنِ اللهِ الْكَوْنِيَّة مَعَ رَبْطِ ذَلِكَ بِالسُّنَنِ الشَّرْعِيَّة) **আল্লাহর স্বাভাবিক নীতিমালা ও শরিয়ার সাথে তার বাস্তব অবস্থার প্রয়োগ সম্পর্কে জানা।** অর্থাৎ সাধারণভাবে আল্লাহ যেই নিয়ম রয়েছে– আল্লাহ কখনো মুসলিমদের বিজয় দান করেন আবার কখনো তাদের গুনাহের কারণে অথবা পরিক্ষা করার জন্য কাফেরদের বিজয় দান করেন তবে শেষ পরিনতি হকের পক্ষেই থাকে। এজন্য সর্বদা অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচার এবং শিরক ও কুফুরের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া। মুসলিমদের সাময়িক পরাজয় অথবা দুরবস্থা দেখে হতাশ না হওয়া।

৯. (اَلْبَحْثُ عَنِ الْمُعِيْن) **দ্বীনের পথে সাহায্যকারী তালাশ করা।** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, 'কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে'? হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'। (আল ইমরান ৩:৫২)

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

'যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে[1] বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বনী–ঈসরাইলের মধ্য থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর এক দল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর ওপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।' (সফ ৬১:১৪)

১০. (اَلْحَذْرُ مِنَ الْجُلُوْسِ وَالْاِسْتِمَاعِ لِلْمُخَذِلِيْنَ) **দ্বীনের পথে সাহায্য পরিত্যাগকারীদের সঙ্গ ত্যাগ করা এবং তাদের কথা শুনা থেকেও বিরত থাকা।** পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

[1] ঈসাঃ (আঃ) এর খাস অনুসারীদেরকে হাওয়ারী বলা হত।

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا – وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

ইবরাহীম বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল'। (মারইয়াম ১৯:৪৭)

১১. মুর্খলোকদের সাথে তর্কে না জড়ানো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

বল, 'হে অজ্ঞরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করার আদেশ করছ'? (যুমার ৩৯:৬৪) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।' (মুমতাহিনা ৬০:০৪)

১২. (اَلْإِيْمَانُ الرَّاسِخُ بِعَقِيْدَةِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ مَعَ صِدْقِ التَّوَكُّلِ) **তাকদিরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।**

কুরআনে বর্ণিত দায়ীদের গুণাবলী :

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত পেশ করছি যার ভেতরে মুমিনদের বিশেষ কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যারা দ্বীনের দায়ী হিসেবে কাজ করবে তাদের মধ্যে এ গুণাবলী থাকা আরও বেশি জরুরি। পবিত্র কুরআনে রহমানের বান্দাদের গুনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে–

১. الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে

২. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।

৩. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًـــا যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে

৪. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ যারা বলে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও।

৫. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। (ফোরকান ২৫:৬৩-৬৭)

আপনি কিভাবে দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন

প্রথম মাধ্যমঃ লেখনী।

এক্ষেত্রে নিম্নের ধারাগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :

ক. সরকারি ও প্রশাসনিক মহলের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা, তাদের ডিপার্টমেন্টে অথবা তার বাইরে ইসলাম বিরোধী ও গর্হিত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করা।

খ. অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বিশেষের কাছে পত্র প্রদান করা। যথা গায়ক, নাট্যকার, হারাম পণ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকদের নিকট।

গ. বিশেষ কোন প্রকাশ্য অপকর্মের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা।

ঘ. মোবাইলে দাওয়া সম্বলিত ম্যাসেজ পাঠানো।

ঙ. নির্দেশনামূলক দাওয়াতী বিভিন্ন বিবৃতি প্রদান করা।

চ. ইন্টারনেটে দাওয়াতী প্রবন্ধ আপলোড করা।

এ ক্ষেত্রে পরামর্শ :

ক. বক্তব্য ও লেখনী সাধ্যমত সীমিত করা।

খ. সরাসরি মূল বিষয়ে প্রবেশ করা। ওয়াজের গুরুত্ব, প্রতিবাদের দলিলাদি পেশ করা বা এরূপ কোন অমুখ্য বিষয়কে দীর্ঘ না করা।

গ. ভাষা ও উপস্থাপনা সুন্দর হওয়া।

ঘ. সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা। যেমন : জনাব, মুহতারাম ইত্যাদি।

ঙ. বাচনিক স্থীরতা ও মাধুর্যতার সাথে মর্মগত শক্তি ও বাস্তব ধর্মিতা বজায় রাখা। যাতে যে কোনো পাঠক মনে করে যে, লেখক বিচক্ষণ ও কল্যাণকামী।

চ. জবাব প্রাপ্তির জন্য প্রকাশ্য নাম ও বিশুদ্ধ ঠিকানা লিখে দেয়া। যেমন : মোবাইল/পোষ্ট বক্স নং/ ইলেক্ট্রিক ডাক/ ফ্যাক্স ইত্যাদি।

ছ. সিরিজ বক্তব্যের ক্ষেত্রে তারিখ ও ক্রমিক নং লিখে দেয়া।

জ. পেশকৃত দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ সহায়ক তথ্যাবলি ও রেফারেন্স উল্লেখ করা। যেমন : তারিখ ও পত্রিকা সংখ্যা নম্বর বা কিতাবের রেফারেন্স।

ঝ. বিশেষ ফাইলে বক্তব্যের ফটোকপি গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করা।

ঞ. পাঠক বা শ্রোতাদের সাথে ফোনে বা সরাসরি যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করা।

দ্বিতীয় মাধ্যম : মাঠ পর্যায়ে দাওয়াতী কার্যক্রম।

এক্ষেত্রে নিম্নে লিখিত স্থান ও বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখতে হবে :

ক. দোকান, মার্কেট ও বানিজ্যিকমল সমূহে দাওয়াতী টহল দেওয়া। এক্ষেত্রে কাজ হবে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে বাজারে দৃশ্যমান গর্হিত অপকর্মের প্রতিকার করা। যথা- নারীদের পর্দাহীন সাজগোজে বহিরাগমন, ধুমপান, হারামদ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদির বিপক্ষে জনমত তৈরি করা।

খ. হারামপণ্য বিক্রেতা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শপিংমল সমূহে টহল দিয়ে বিক্রেতা ও মেলার মালিকদের আল্লাহ ও কেয়ামতের স্মরণ দিয়ে নসীহা পেশ করা।

গ. তরুণ সংঘ, যুব সংঘ, বিভিন্ন ক্লাব ও আড্ডার স্থানগুলোতে প্রচারণা চালিয়ে নসীহা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার বিভিন্ন শরীয়াত বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া।

ঘ. মদ ও নেশা দ্রব্যের আসরগুলোতে টহল দিয়ে নেশাকরীদের উত্তম পন্থায় নসীহা করা।

সতর্কতা: মহিলাদের মাঝে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী :

ক. নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে মহিলাদের অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

খ. উঁচু আওয়াজে, শালীন ভঙ্গিতে কথা বলা। যাতে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যথা- 'হে বোন! আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে বেপর্দায় বের হওয়া ও সৌন্দর্য প্রদর্শণ করা বৈধ নয়।' 'ওহে আল্লাহর বান্দী! আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত্য করণার্থে চেহারা ও গোটা শরীর পর্দায় আবৃত করুন।' 'হিজাব গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার মধ্যে বরকত দান করবেন। নিশ্চয় মুসলিম নারী আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কর্তৃক হিজাব ধারণে আদিষ্ট'।

গ. তার কাছে দাঁড়াবে না বরং পথে চলা অবস্থায় প্রতিকার করবে।

ঘ. তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। বরং নিজ পথ পানে নজর রাখবে।

এর ফলে পর্দাহীনা নারীর ক্ষেত্রে দাওয়াতী কাজ সম্পন্ন হবে এবং এই ধরণের গর্হিত দৃশ্যের প্রতিবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। অপর দিকে দায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় পাল্টা নেতিবাচক প্রভাব হতে হেফাজত থাকবে।

তৃতীয় মাধ্যম : প্রতিনিধিত্ব মূলক সাক্ষাৎ।
এক্ষেত্রে নিম্নের ধারাগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :
ক. সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা।
খ. উলামা ও দ্বীনি শিক্ষার্থীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা।
গ. সম্মানী ও ব্যবসায়ীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করা।
যদি দায়ীরা লেখনীর মত এটাকেও সমান গুরুত্ব দেয় তাহলে এই সাক্ষাৎ সকল প্রকার অন্যায়ের পরিবর্তন ও প্রতিকারের সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গন্য হতে পারে।
এ ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় লক্ষণীয় –
ক. যার সাথে সাক্ষাৎ করা হবে তার থেকে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় গ্রহণ করে নেয়া।
খ. একা সাক্ষাৎ না করে কয়েকজন সাথী-সঙ্গী নিয়ে সাক্ষাৎ করা। সম্ভব হলে যে যে স্তরের লোক তার সাথে সে স্তরের লোক নিয়ে সাক্ষাৎ করা।
গ. ওলামা-মাশায়েখদের ক্ষেত্রে সাক্ষাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে নিজেদের শায়েখ বলে আখ্যায়িত করা।
ঘ. সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ না করা। সাক্ষাতের লক্ষ্য হতে বাইরে না যাওয়া। ব্যক্তিকে নিরুত্তর করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইলমী তর্ক এড়িয়ে যাওয়া।
ঙ. সাক্ষাৎকারীদের মাঝে একজন ভাল বক্তা থাকা বাঞ্চনীয়, যিনি সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সুন্দর, সহজ ও স্বল্প কথায় তুলে ধরতে পারবে।

চতুর্থ মাধ্যম : ফোন যোগাযোগ।
এক্ষেত্রে নিম্নের ধারাগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :
ক. সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করা।
খ. উলামা, শিক্ষক, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করা।
গ. সমমনা বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের নেতা-কর্মীদের সাথে যোগযোগ করা।
ঘ. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা।
ঙ. সংস্থা, কোম্পানী ও বানিজ্যিকমল সমূহের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা।
এখানে তিনটি বিষয় আমলযোগ্য।
ক. পরিচয় দেয়ার জন্য ও প্রচলিত নিয়ম রক্ষার্থে সর্বপ্রথম সেক্রেটারির সাথে যোগাযোগ করবে।
খ. সুন্দরভাবে কথা বলা, যা তার উপরে ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

গ. দীর্ঘ আলাপ, তর্ক, প্রতিক্রিয়ার শিকার হওয়া ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর বাইরে যাওয়া থেকে দূরে থাকবে।

পঞ্চম মাধ্যম : বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা।
ক. বেতার মারফত সরাসরি প্রচার প্রোগ্রাম সমূহে অংশগ্রহণ।
খ. বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে (সম্মেলন) যোগদান।
এ ক্ষেত্রে কয়েকটি সতর্কতা:
ক. অংশগ্রহণের জন্য দলীলসহ বক্তব্য প্রস্তুত করা এবং বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখা ও সুবিন্যস্ত করা।
খ. স্থীরতা ও দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য পেশ করা। যা শ্রেতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে।
গ. বক্তব্যের প্রারম্ভেই মনে রাখতে হবে যে, আপনি উদাহরণত তিন পয়েন্টে আলোচনা করবেন। যাতে পয়েন্ট বাকি থাকতেই প্রোগাম পরিচালক আপনার বক্তব্য কর্তন করে আপনাকে বিব্রত না করে।
ঘ. মিডিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে কোন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। যথা: রাজনৈতিক, ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি।
ঙ. যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট প্রোগ্রাম সমূহের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও সময় ডায়রিতে টুকে রাখা।

ষষ্ঠ মাধ্যমঃ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা।
এক্ষেত্রে কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
ক. বক্তব্য, কথন ও লেকচারের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ চালানো।
খ. বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ করা। যথা: লিফলেট, ক্যাসেট, পুস্তিকা, মেমোরি কার্ড, সমসাময়িক বিষয়ের ওপরে লিখিত ফতোয়া ইত্যাদি।
গ. ছোট ম্যাগাজিন ও ইন্টারনেটে প্রবন্ধ লেখা।
ঘ. বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করা।
ঙ. মোবাইল ম্যাসেজ ব্যবহার করা।

সপ্তম মাধ্যমঃ (আল বারাআহ) বর্জন ও সামাজিক বয়কট।
এর কতক নমুনা নিম্নরূপ :
ক. অন্যায় কাজে লিপ্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যাদের উপর দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয় বরং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে নিজের ঈমান ও আমলের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে ঐ সকল লোকদের থেকে 'বারাআহ' করা।

খ. ঐ মহল্লায় অবস্থান ত্যাগ করা যেখানে হারাম জিনিস বেচা-কেনা হয়।
গ. গর্হিত কর্মকান্ড যুক্ত ওলীমা (বিবাহ ভোজ) পরিহার করা।
ঘ. সুদী ব্যাংকে অর্থ জমা না রাখা।
ঙ. ইসলামের জন্য ক্ষতিকর পত্রিকা ক্রয় না করা।
চ. সুদী কারবারীর পেট্রোল পাম্প ও ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও কাদিয়ানীসহ সকল দুশমনদের পণ্য বর্জণ করা।

এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবানী হলো : অত্র মাধ্যম যাতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়, সে জন্য উত্তম হবে প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দেয়া যে, তার অন্যায় কর্মের কারণেই তাকে বর্জন করা হচ্ছে, যাতে সে সতর্ক হতে পারে। নতুবা এমন হতে পারে যে অন্যায় কর্মে লিপ্ত সে জানেও না যে তার কাজটি অন্যায়। যদি জানত ছেড়ে দিত। আবার অনেক সময় বর্জনের এমন কারণ দেখানো হয় যার সাথে অন্যায়ের কর্মের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। ফলে হিতে বিপরীত হয়। এমনিভাবে অত্র মাধ্যম ফলপ্রসূ করার জন্য প্রয়োজনে বয়কটে অন্যদের সহযোগিতা নেয়া। নতুবা লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

অষ্টম মাধ্যম : বিশেষ গর্হিত কর্মের প্রতিকার অর্থাৎ সমাজের প্রকাশ্য বদ আমল সমূহের মধ্য হতে প্রতিকারের লক্ষ্যে কোন বিশেষ বদ আমল টার্গেট করতে হবে। যার প্রতিকার প্রচলিত মাধ্যম সমূহের কোন একটি মাধ্যমে সম্ভব না। তাই উহার প্রতিকারে একটি সতন্ত্র টিম গঠন করা হবে, যারা উহার প্রতিকারে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা যাচাই করবে এবং উহার প্রতিকার সময়সীমা নির্ধারণ করবে। অত:পর উহার প্রতিকারে সঙ্গত যাবতীয় উপায় গ্রহণপূর্বক উহার সমন্বিত প্রয়োগ বাস্তবায়ন করবে। যথা–
ক. শিরক করা।
খ. বিদআত করা।
গ. সালাত ত্যাগ করা।
ঘ. সুদ খাওয়া।
ঙ. হিজাবে শিথিলতা করা।
চ. মুনাফিকি করা।
সুতরাং উদাহরণত সালাত ত্যাগের প্রতিকার কয়েক উপায়ে হতে পারে। যথা :
– এ মহা অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরয়ী অবগতি ও দার্স তৈরি করা।
– সালাত ত্যাগীর হুকুম ও মসজিদে সালাতের জামায়াতে শরীক হওয়া ওয়াজিব সংক্রান্ত উলামাদের ফাতওয়া প্রচার করা।
– সালাত ও জামায়াত ত্যাগকারীদের নসীহা প্রদান করা।

– সালাত পর্যবেক্ষণে মসজিদের ইমামকে গুরু দায়িত্ব অর্পন করা। যেমনটি পূর্ব যুগে মুসলিমদের রীতি ছিলো।
– এ প্রসঙ্গে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ক্যাসেট তৈরি করা।
আরেকটি উদাহরণ সুদ। যার প্রতিকারের উপায় নিম্নরূপ :
– যদিও কারেন্ট একাউন্ট হোক, সুদী ব্যাংকে অর্থ রাখা হারাম প্রসঙ্গে উলামাদের ফাতওয়া সংগ্রহ করা ও প্রচার করা।
– সুদী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক নসীহা পেশ করা।
– ইলেকট্রিক মিডিয়া মারফত সকল সুদী ব্যাংকে ফতোয়া প্রেরণ করা।
– লেকচার ও ক্যাসেটে সুদ প্রসঙ্গ উপস্থাপন পূর্বক মানুষকে তার হাকীকত ও ইদানিং তার ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা।
– 'সুদ হারাম' মানুষের মাঝে এর চেতনা তৈরি করা এবং তার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সজাগ করা।

নবম মাধ্যম : বিকল্প ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে বিকল্প ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। যথা :
ক. বিভিন্ন অমুসলিম মিশনারি ও এন.জি.ও দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিকল্প ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার চালু করা।
খ. সুদি প্রতিষ্ঠান থেকে বাঁচার জন্য বিকল্প ইসলামিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।
গ. বিকল্প ইসলামী পত্রিকা চালু করা।
ঘ. নারী এবং পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
ঙ. বিকল্প বাজার তৈরি করা।
চ. মহিলা হাসপাতাল সংযুক্ত মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
ছ. শরীয়াত সম্মত মহিলা পোশাকের বাণিজ্য চালু করা।
জ. শরীয়াহ অনুযায়ী সেলুন চালু করা।

দশম মাধ্যমঃ সামাজিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা।
উদাহরণ স্বরূপ ক্ষতিকর উৎপাদন ও তার বিক্রয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে অভিযোগ পেশ করা। যথা– মদের বার, অবৈধ ক্যাসেট ও ভিডিও বিক্রয়কেন্দ্র, অশ্লীল চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনসহ যাবতীয় হারাম মিডিয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক অভিযোগ দায়ের করা ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলা।
একাদশ মাধ্যম : পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা।
ক. প্রতিকারের লক্ষ্যে মিডিয়া মাধ্যম সমূহের গর্হিত বিষয় ও খবর তদারকি করা।

খ. প্রতিকারের লক্ষ্যে সমাজিক পরিস্থিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যায় কর্মকান্ডের গভীর পর্যবেক্ষণ করা।

গ. দাওয়াতী গ্রুপগুলো যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা তদারকি করা ও নির্দেশনা প্রদান করা।

দ্বাদশ মাধ্যম : খবরাদি ও সমন্বয়।

ক. দাওয়াতী কমিটি গুলোর কাজের প্রতি নজর রাখা ও তাদেরকে নির্দেশনা দান করা।

খ. দাওয়তী কমিটি গুলোর কর্ম প্রচেষ্টার মাঝে সমন্বয় বজায় রাখা।

আমরা কিভাবে যৌথভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করব?

ক. দায়ীদের বিশেষ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দান করা।

খ. সাক্ষাৎ ও সম্মেলনের মাধ্যমে মাশায়েখ ও দায়ীদের সক্রিয় কর।

গ. দাওয়াতী সংস্থা কায়েম করা।

ঘ. দাওয়াতী সংস্থার কার্যক্রম নিয়মিত পত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করা।

২. আল জামাআহ

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোন! যখন আমাদের প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে সকল বাতিলের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তখন আমরা সমান্য স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। বিশেষ করে যারা সঠিক আকিদা ও সঠিক মানহাজের অনুসারী বলে দাবিদার তাদের মধ্যেও এ প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট দাওয়াহ সার্কেল করার নামে স্বতন্ত্র আমীর নিযুক্ত করে ছোট ছোট দল তৈরি করে মুসলিম জাতিকে আরও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ (সুব:) আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (আল ইমরান ৩:১০৩)

ঐক্যবদ্ধ না হলে দুশমনদের মোকাবেলায় বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।' (আনফাল ৮:৪৬) এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, তাহলো পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে তা কাপুরুষ ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করে এবং শত্রুদের অন্তর থেকে মুসলিমদের প্রভাব দূর হয়ে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মুসলিম জাতির মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করার কঠোর প্রতিবাদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তাআয়ালার নিকট সমর্পিত। অত:পর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (আনআম ৬:১৫৯)

দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা মুশরিকদের কাজ, কোনো মুমিনের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ – مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। (রুম ৩০:৩১,৩২)

এ আয়াতে বলা হচ্ছে তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। কেননা বিচ্ছিন্ন হওয়াটা মুশরিকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। এর অনুপ্রবেশ যাতে মুসলিমদের মাঝে না ঘটে সেজন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যখন বিভিন্ন দল তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রতিটি দলই নিজেদের হক মনে করে। বাস্তবেও তাই। আমরা দেখি যখন কোনো ফেরকা তৈরি হয়, তখন প্রত্যেক ফেরকা নিজেদের সঠিক ও অন্যদের বেঠিক প্রমাণ করার জন্য বিভিন্নভাবে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের পক্ষে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। আর এ কাজগুলো কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যাদের কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তাদেরই একটি বিভ্রান্ত অথবা স্বার্থবাদী দল এ কাজটি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

আর কিতাবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই কেবল মতভেদ করেছে। (বায়্যিনাহ ৯৮:৪) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ

'আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজেদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল,তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।' (শুআরা ২৬:১৪)

এ দুটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যুগে যুগে কারা কি জন্য আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে বিভক্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ (সুব:) আমাদেরও কঠোরভাবে সাবধান করেছেন যাতে আমরা তাদের মতো জেনে- বুঝে দলাদলি না করি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব।' (আল ইমরান ৩:১০৫)

আরও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম জাতিকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সর্তক করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ . أُمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقُوا....

'আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের তিনটি কাজের আদেশ করছি এবং তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি: তোমরা এক আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবে না...।' (ইবনে হীব্বান ৪৫৬০, হাদীসটি সহীহ) অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عَنْ الْحَسَنِ أَلَمْ تَعْلَمُوْا أَنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِمَّنْ فَارَقَ دِيْنَه وَكَانُوْا شِيْعًا

'হাসান বসরী বলেন, তোমরা কি জানোনা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল লোকদের থেকে মুক্ত যারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়েছে।' অতঃপর তিনি সূরা আনআমের ১৫৯ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

'নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদের সে বিষয়ে অবগত করবেন।' (ইত্তিহাফুল খিয়ারতি ওয়াল মাহারতি৭/৭৭১ এ উক্তিটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হলেও এর সমর্থনে আরো অনেক শাহেদ পাওয়া যায়)

মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি :

উপরোক্ত আলোচনার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত থাকার কারণ নেই। কেননা যারা ইসলামকে ভালোবাসেন তারা সকলেই ঐক্য চান। কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি কি হবে? কিসের ভিত্তিতে বা কোন সূত্রে আমরা মুসলিম উম্মাহকে ছোটখাটো বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। সেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটিকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

বল, 'হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'। (আল ইমরান ৩:৬৪)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ঐক্যের মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। আর তা হলো আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরক্ না থাকা। আর যদি শিরক থাকে তাহলে তাদের সাথে ঐক্য হতে পারে না। সে কথাই আল্লাহ (সুব:) বলেছেন 'যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'

৩. তা'লীম ও তারবিয়্যাহ

দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার কোনো বিকল্প নেই। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) প্রতিটি মানুষকে তাওহীদের ইলম অর্জন করা ফরজ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

'তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' (মুহাম্মদ ৪৭:১৯)
আল্লাহ (সুব:) আলেমদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' (যুমার ৩৯:৯)
তিনি আরো বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

'বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।' (ফাতির ৩৫:২৮)

ইলম বিহীন কোনো আমল সঠিক হয় না। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ:) কিতাবুল ঈমানের পরে কিতাবুত তাহারাত ইত্যাদি না এনে কিতাবুল ইলমকে মাঝখানে এনেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈমান ও আমলের মধ্যে ইলম হলো একটি ব্রীজ (সেতু বন্ধন)। ইলম না হলে আমলের কোনো গুরুত্ব নেই। এজন্য তিনি সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ধার্য করেছেন بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ কোনো কথা বলা বা কোনো কাজ করার পূর্বে ইলম অর্জন বিষয়ক অধ্যায়' (বুখারী কিতাবুল ইলম)। আর এ কারণেই 'মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠা। যেখানে ইতিমধ্যেই মক্তব বিভাগ, হেফজ বিভাগ, জামাত বিভাগ, বয়স্ক বিভাগ ও দারুল ইফতা বিভাগ চালু রয়েছে। সহীহ আকিদা ও আমল বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব লেখা হয়। 'আত তিবইয়ান' নামক একটি মাসিক পত্রিকা ইতিমধ্যেই বের করা হয়েছে। ইন্টারনেট ও মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে সাড়া বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরাসরি বক্তব্য শোনার জন্য মহিলাদের জন্যও সালাতের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া 'মারকাজ রেডিও' নামে আমাদের বক্তব্য সরাসরি শুনার জন্য একটি ইন্টারনেট রেডিও চালু করা হয়েছে। এছাড়া আরও বহুমূখি কার্যক্রম এই মারকাজ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

৪. তায্কিয়াতুন নুফুস (আত্মশুদ্ধি) ও আমালে সালেহ

আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে হলে নিজের মধ্যেও দ্বীন কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা যদি নিজের মধ্যেই দ্বীন কায়েম করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্যের ভিতরে কিভাবে দ্বীন কায়েম করা যেতে পারে? এ কারণে তায্কিয়ার (আত্মশুদ্ধি) গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে (নফ্সকে) পরিশুদ্ধ করেছে। (শামস ৯১:৯) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যে কয়টি মূল দায়িত্ব ছিলো তার মধ্যে তাযকিয়াতুন নুফুস (আত্মশুদ্ধি) অন্যতম। এ কারণেই ইবরাহীম (আ:) বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার সময় যে দুআ করেছিলেন সেখানেও তায্কিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদের (আত্মাকে) পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।' (বাকারা ২:১২৯)
এ আয়াতে وَيُزَكِّيهِمْ (তাদের পবিত্র করবে) শব্দটি শেষে উল্লেখ করেছেন। অথচ বাস্তবে আমরা দেখি যখন কোনো পুরাতন বিল্ডিংয়ে নতুন রঙ করে তখন প্রথমে পুরাতন রঙগুলোকে ধুয়ে-মুছে, পরিষ্কার করে তারপরে নতুন রঙ করা হয়। নতুবা নতুন রঙ স্থায়ী হয় না। ঠিক তেমনিভাবে তাযকিয়াতুন নুফুস (আত্মশুদ্ধি) আগে হতে হবে। তার পরে অন্যান্য বিষয়। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) ইবরাহীম (আ:) এর দুআ কবুল করে যে আয়াত নাযিল করেছেন সেখানে وَيُزَكِّيهِمْ (তাদের পবিত্র করবে) শব্দটি আগে এনেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করে এবং তাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতি:পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।' (জুমুআ ৬২:২)
পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে আর তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।' (আল ইমরান ৩:১৬৪)

তায্কিয়াতুন নুফুস এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসরণ করা, বেশি বেশি আমলে সালেহ করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নিম্নের আমলগুলো ঠিকমতো পালন করা জরুরী:

১. اَلْاِسْلَامُ (আল ইসলাম) আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা (পঞ্চবেনা সহ)। হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

'ইসলাম হচ্ছে: ১) 'সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ (ইলাহ) নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল। ২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) রমযানমাসে সিয়াম পালন করা এবং ৫) হজ্জ; পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কাবা শরীফ) যিয়ারত করা।

২. اَلْاِيْمَانُ (আল ঈমান) বিশ্বাস স্থাপন করা (ছয় রুকন সহ)। হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِيمَان. قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

'ঈমান হচ্ছে: আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।' (বুখারি ৫০; মুসলিম ১০২; আবু দাউদ ৪৬৯৭; আবু দাউদ ৫০০৯)

৩. اَلْاِحْسَانُ (আল ইহসান) নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা। হাদীসে জিবরাঈলে ইরশাদ হয়েছে:

الإِحْسَان. قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি 'আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ' আর যদি নাও দেখ তাহলে মনে করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।' (বুখারি ৫০; মুসলিম ১০২; আবু দাউদ ৪৬৯৭; আবু দাউদ ৫০০৯)

৪. اَلدُّعَاءُ (আদ দু'আ) প্রার্থনা, আহবান করা। প্রার্থণা কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটেই করতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।' (মু'মিন ৪০:৬০)

৫. اَلْخَوْفُ (আল খাওফ) আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'অত:পর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক।' (আল ইমরান ৩:১৭৫)

৬. اَلرَّجَاءُ (আর রাজা) আল্লাহর পুরষ্কারের আশা করা। এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণা:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'অতএব যে ব্যক্তি রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।' (কাহাফ ৫০:১১০)

৭. اَلتَّوَكُّلُ (আত তাওয়াক্কুল) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ও ভরসা করা। এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা: فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও।' (মায়িদাহ ৫:২৩) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'অত:পর যখন সংকল্প করবেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।' (আল ইমরান ৩:১৫৭) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

'আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।' (তালাক ৬৫:৩)

৮. اَلرَّغْبَــةُ (আর রাগ্‌বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর আশা ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।' (আম্বিয়া ২১:৯০)

৯. اَلْخَــشْيَةُ (আল খাশিয়াহ) নিজ কৃতকার্যের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিপদাপদের ভয় করা। এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণ:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'কখনই তাদের ভয় করবেনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, আর যাতে তোমরা (লক্ষ্যে পৌছার) সঠিকপথে পরিচালিত হতে পার।' (বাকারা ২:১৫০)

১০. اَلْإِنَابَــةُ (আল ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা। নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

'আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই এবং তাঁর নিকট পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।' (যুমার ৩৯:৫৪)

১১. اَلْاسْــتِعَانَةُ (আল ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।' (বাকারা ২:৪৫) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশত: আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুমিন/গাফের ২৩:৬০)

যেহেতু আল্লাহ (সুব:) তার কাছে সাহায্য প্রার্থণা করতে বলেছেন এ কারণেই আমরা প্রতি সালাতের প্রতি রাকাআতে সূরায়ে ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থণা করি: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ' (হে আমাদের রব) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' (ফাতেহা ১:৫)

হাদীসে বলা হয়েছে: وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِــاللهِ 'যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।' (তিরমিজি ২৫১৬; আহমদ ২৬৬৯)

১২. اَلْاسْــتِعَاذَةُ (আল ইস্তেআযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হয়েছে:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – مَلِكِ النَّــاسِ– 'বল, আমি বিশ্বমানবের প্রতিপালকের নিকট ও মানব মন্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (নাস ১১৪:১-২)

১৩. اَلْاسْــتِغَاثَةُ (আল ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা। এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণা:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

'আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায় ছিলে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে, তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (উহা কবুল করলেন)।' (আনফাল ৮:৯)

১৪. اَلــذَّبْحُ (আয যাবাহ) আত্নত্যাগ বা কুরবানী করা। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِــذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'হে রাসূল! বলে দাও: আমার সালাত (নামায), আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য, তাঁর কোনই শরীক নেই এবং আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি আর মুসলিমদের (আত্বসমর্পনকারীদের) মধ্যে আমিই প্রথম (অগ্রণী)। (আন'আম ৬:১৬২-১৬৩)

১৫. اَلنَّذْرُ (আন্ নযর) মান্নত করা। পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

'তারা অংগীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।' (দাহার/ ইনসান ৭৬:৭) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

'(মারইয়াম আ. বললেন) আমি পরম করুণাময়ের জন্য সাওমের মানত করেছি।' (মারইয়াম ১৯:২৬) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'। (আল ইমরান ৩:৩৫)

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ (সুব:) দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদনা করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে।

উপরোক্ত আলমগুলো করার সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারী হক্ব ওলামায়ে কেরামদের সংশ্রবে থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (তাওবা ৯:১১৯)

তবে এ আয়াতে উল্লেখিত সত্যবাদী বলতে কোনো তরীকার পীর-মাশায়েখ উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (হুজরাত ৪৯:১৫)

তবে কোন বিষয়ে না জানা থাকলে আলেমদের সাথে যোগাযোগ করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।' (নাহাল ১৬:৪৩)

কুরআনে বর্ণিত সফলকাম মুমিনদের গুনাবলী (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) :

১. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত।

২. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।

৩. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়।

৪. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী।

৫. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।

৬. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে।

৭. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ – الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'এরাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (মুমিনূন ২৩:১-১১)

৫. জিহাদ ও কিতাল

দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে আমাদের চতুর্থ পদক্ষেপ জিহাদ ও কিতাল। জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করা। মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। যারা এই আহ্বানে সাড়া দিবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটার উদাহরণ হচ্ছে, যখন কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তখন তাকে ঔষধ-পত্র, মলম, মালিশ, এন্টিবায়াটিক ইত্যাদি দিয়ে ভাল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় তখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করতে হলে ঐ আক্রান্ত অঙ্গটি কেটে ফেলতে হয়। তা না হলে আস্তে আস্তে অন্যান্য অঙ্গগুলোও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যাবে। এইক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীকে নির্দেশ দেয় তোমার এই অঙ্গটিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে ওটা কেটে ফেলতে হবে। নতুবা ঐ ক্যান্সার অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেজন্য প্রয়োজন হবে এত লক্ষ টাকা।

রোগী তখন নিজের জায়গা-জমি, গরু-ছাগল বিক্রি করে টাকার ব্যাবস্থা করে সকলের কাছে দোয়া চায়। যেন ডাক্তার ঠিকমত অপারেশন করতে পারে। তারপর ডাক্তারকে টাকা দেয়। ডাক্তার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়। কেন? একটি অঙ্গ কেটে ফেলার জন্য। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জ্ঞানবান মানুষ এই অভিযোগ তুলেনি যে, ডাক্তার কেন তার অপারেশন রুমে একটা লোকের অঙ্গ কেটে ফেলছে? বরং সকলেই ডাক্তারের জন্য দোয়া করে, তাকে টাকা-পয়সা দেয় যেন

ঠিকমত কাটতে পারে। কারণ সকলেই জানে এই অপারেশন করা হচেছ রোগীর অন্যান্য অঙ্গগুলোকে রক্ষা করার জন্য।
ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে গোটা পৃথিবীটা হল একটি রুম সমতুল্য। আর গোটা পৃথিবীর মানুষ হল একটি দেহ সমতুল্য। এখানেও কোন একটি অঙ্গ (মানুষ) রোগাক্রান্ত হতে পারে। আর সেজন্য তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার, আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যাদের কোন দাওয়াত, কোন চিকিৎসা কাজে আসে না। তারা ক্যান্সার সমতুল্য হয়ে গেছে। তাদের কাজই হচ্ছে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও শির্‌ক-বিদআত ছড়ানো। কুরআন হাদীসের কোন উপদেশ তাদের কোন উপকারে আসে না। ওরা ক্যান্সার। এ জাতীয় লোকদের জিহাদের মাধ্যমে অপারেশন করে গোটা পৃথিবীর মানব দেহ থেকে অপসারণ করা জরুরী। নতুবা তারা গোটা পৃথিবীর মানুষকেই ফিতনা-ফাসাদে জর্জরিত করে ফেলবে। আর ফিতনা-ফাসাদের চেয়ে হত্যা করা অনেক ভাল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করছেন:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

‘আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর।’ (বাক্বারা ২:১৯১)
আর এই ফিতনাকে চিরতরে নির্মূল করার যে অপারেশন করতে হবে তার নামই হচ্ছে জিহাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه

‘আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ব দ্বীন (জিবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।’ (আনফাল ৮:৩৯; বাক্বারা ২:১৯৩)
জিহাদের অনুমতি দিয়ে প্রথম যে আয়াতটি নাজিল হয় সেখানেও স্পষ্টভাবে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সে আয়াতটি হলো এই–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ – الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদের যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদের তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে

(খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্‌র সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর।’ (হজ ২২:৩৯-৪০)
এমনকি মুমিনদের মধ্যে দুটি গ্রুপ যদি পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রেও প্রথমে সমঝোতা করার চেষ্ট করতে বলা হয়েছে। তা যদি কোনো ফলপ্রসু না হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও অন্যায়কারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরাআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ – إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনছাফকারীদের পছন্তদ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’ (হুজুরাত ৪৯:৯-১০)
এছাড়া কিতালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারাবাহিকরা প্রতি বিধান দেয়া হয়েছে। প্রথমে কুফুর ও শয়তানদের লিডারদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে-(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (নিসা ৪:৭৬) অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলেন–

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

তোমরা যুদ্ধ করো কুফুর প্রধানদেরসাথে। কারণ, এদের কোনো শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।’ (তাওবা ৯:১২)

প্রথমেই আল্লাহ (সুব:) জিহাদের হুকুম দেন নি বরং চারটি ধাপে আল্লাহ (সুব:) জিহাদের বিধান নাজিল করেছেন।

এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্যকার আল্লামা তক্বী উসমানী সাহেব 'তাকমিলায়ে ফাত্হুল মূলহিম'মের তৃতীয় খন্ডের ভূমিকায় مَرَاحِــلُ تَــشْرِيْعِ الْجِهَــاد (জিহাদ ফরজ হওয়ার ধারাবাহিক স্তর সমূহ) নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মূলহিম ৩য় খন্ড, ৫ম পৃষ্ঠা) তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন:

'জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পূর্বে জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো জানা প্রয়োজন। কেননা জিহাদের নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছতে অনেক সময় পার হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ বিশেষ করে পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তারা জিহাদের নাম শুনলেই নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকে এবং তাদের প্রভু পশ্চিমা নেতাদের কাছে বিভিন্ন অজুহাত, ওযর পেশ করতে থাকে। নিজেদের মডারেট মুসলিম প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে 'জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই ফরয করা হয়েছে। ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলতে কিছু নেই।'

অথচ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এ ধরনের কথা ভিত্তিহীন। ইসলামের ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু তাদের এই ভিত্তিহীন কথায় সাধারণ মুসলিমরা ধোঁকায় পড়ে যায়। তারাও বিশ্বাস করে যে, জিহাদ শুধুমাত্র তখনই বৈধ হবে যখন কোন কাফের শক্তি মুসলিম দেশের উপরে আক্রমণ করবে। অনেক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী মুসল্লি, দ্বীনদার, পরহেযগার, মুবাল্লিগ, বিভিন্ন তরিকতপন্থী পীরের মুরিদ এমনকি অনেক আলেমদেরও এ ধরনের কথা বলতে শুনা যায়। তারা মূলত: জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরসমূহ এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণেই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। সে জন্য আমরা জিহাদ ফরয হওয়ার ধারাবাহিক স্তরগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিস্তারিতভাবে পেশ করছি ঃ

প্রথম স্তর: শুধুমাত্র ক্ষমা اَلْمَرْحَلَةُ الْأُوْلَىْ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে শুরু করলেন। তিনশত ষাট মূর্তিসহ সকল দেব-দেবী ও তাগুতের আনুগত্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করতে লাগলেন। তখন মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীদের চরমভাবে জুলুম-নির্যাতন করতে শুরু করে। এ অবস্থায় আল্লাহ (সুব:) মুসলিমদের সবর করার জন্য এবং দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর সাহাবীদের যুদ্ধ করা থেকে নিষেধ

করেন। মক্কার গোটা জীবনটাই এ অবস্থায় কেটে যায়। কুরআনের একাধিক আয়াতে এ নির্দেশ রয়েছেঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

'অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।' (হিজর ১৫:৯৪) এ আয়াত অনুযায়ী যখন প্রকাশ্যে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখনই কুফ্ফারদের যুলুম-নির্যাতন শুরু হলো। কিন্তু তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি বরং চরম যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও ছবর ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থ: 'তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।' (আ'রাফ ৭:১৯৯)

আর এ সময়টায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের বলেছিলেন:

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا 'আমি ক্ষমার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না।' (সুনানে নাসায়ী ৩০৮৬; সুনানে বায়হাকী ১৮১৯৭; মুসতাদরাকে হাকেম ২ঃ ৩০৭)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'মক্কায় থাকাকালীন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য জিহাদের অনুমতি ছিল না।'

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তাঁর অনুসারীগণ চরম নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ গড়ে তুলেননি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِالْبَطْحَاء إِذْ بِعَمَّار وَأَبُوْهُ وَأُمُّه يُعَذَّبُوْنَ فِيْ الشَّمْسِ لِيَرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ أَبُوْ عَمَّارٍ يَا رَسُوْلُ اللهِ اَلدَّهْرَ هكَذَا فَقَالَ صَبْراً يَا آلَ يَاسِرَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِآلِ يَاسِرَ وَقَدْ فَعَلْتَ

'উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মক্কার মরুভূমিতে হাটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আম্মার (রা:) কে, আম্মারের পিতা ইয়াসির (রা:) ও তাঁর মাতা সুমাইয়া (রা:) কে সূর্যের তাপে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আম্মারের পিতা ইয়াসির (রা:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যুগ যুগ ধরে কি

এভাবেই চলতে থাকবে? তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসির পরিবারের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াসিরের পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) তুমি তা করেছো। (মুসতাদরাকে হাকেম ৫৬৩৬; বাইহাকী ফি শুআ'বুল ইমান ১৬৩১; কানযুল উম্মাল : ৩৭৩৬৯)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ خَبَّاب بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَة قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيه فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِه فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِه مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه وَاللَّه لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِه وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

'খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়াতলে চাঁদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের পূর্বে এমন ঈমানদারও ছিলেন যাকে ধরে এনে, মাটির গর্ত খোড়া হতো এবং সেখানে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংসগুলোকে হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন (ইসলামকে বিজয় দান করবেন) একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।' (বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩)

এ ছিল মক্কার জীবনে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতনের সামান্য একটি চিত্র। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হল। তারপরেও জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় নি। যারা জিহাদের বিরোধিতা করে তারা শুধু

এই আয়াত ও হাদীসগুলোকেই সবসময় আওড়াতে থাকে। পরবর্তীতে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো থেকে তারা অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে থাকে।

অনেকে আবার বলে 'আমরা মক্কী জীবনে আছি তাই শুধু দাওয়াতের কথা বলি জিহাদের কথা বলি না।' কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দেখা গেল যে, মক্কী জীবনটা মাদানী জীবনের চেয়েও কত কঠিন ছিল। কেননা মাদানী জীবনে নিজস্ব শক্তি ছিল। একদল জানবাজ মুজাহিদ ছিল। হাতে অস্ত্র ছিল। আনসারদের মত নিঃস্বার্থ একদল সাহায্যকারী ছিল।

কিন্তু মক্কায় এর কোনটাই ছিল না। সুতরাং যারা সবসময় মক্কী জিন্দেগী, মক্কী জিন্দেগী বলে মুখে ফেনা তুলে তাদের ভেবে দেখা উচিত, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা'ওয়াত এক কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাওয়াত দিতেন তখন তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন নেমে আসত। আর বর্তমানে যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দা'ওয়াত দেন এবং নিজেদের মক্কী জীবনের অবস্থায় ভাবেন তাদের বর্তমান আবূ জাহেল, আবূ লাহাবেরা কিছুই বলেন বুঝা গেল, তাদের দা'ওয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা'ওয়াত এক নয়।

দ্বিতীয় স্তর: শুধুমাত্র যুদ্ধের অনুমতি وَالْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ

দ্বিতীয় স্তরে এসে আল্লাহ (সুব:) মুসলিমদের শুধুমাত্র জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছেন ফরজ করেননি। এই স্তরে এসে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের যাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে এজন্য যে, তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চই আল্লাহ তাদের বিজয় দানে সক্ষম।' (হজ্ব ২২:৪০)

আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরে সূরা বাক্বারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়। (সামনে তার আলোচনা হবে)

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরী প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা হজ্জের ৩৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় স্তরঃ আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ وَالْمرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম জাতির উপর জিহাদকে ফরয করে দিয়েছেন তবে আক্রমণাত্মক নয় বরং আত্মরক্ষামূলক। যদি কোন শত্রু পক্ষ মুসলিম ভূখন্ডের উপর হামলা করে অথবা কোন মুসলিমকে আক্রমণ করে বা গ্রেফতার করে বা মুসলিম জাতির জান-মালের ক্ষতি করে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই সেই শত্রুকে প্রতিহত করা এবং তার মোকাবিলা করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করা হয়। এই স্তরে এসে যেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'আর যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা যুদ্ধ করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' (বাক্বারা ২:১৯০)

এই প্রথমবার মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হলো, যারাই এই সংস্কারমূলক ইসলামের দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের অস্ত্রের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'বাড়াবাড়ি করো না'এর মানে হচ্ছে, বস্তুগত স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যুদ্ধ করবে না। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না তাদের উপর তোমরা হস্তক্ষেপ করবে না। যুদ্ধের ব্যাপারে জাহেলী যুগের পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও আহতদের গায়ে হাত তুলা, শত্রু পক্ষের নিহতদের লাশের চেহারা বিকৃত করা, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু অযথা ধ্বংস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় জুলুম ও বর্বরতামূলক কর্মকান্ড 'বাড়াবাড়ি' এর অন্তর্ভূক্ত। হাদীসে এসবগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রেই শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং ঠিক ততটুকু পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সেখানে প্রয়োজন।

এ বিষয়টিকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে নিম্ন আয়াতটিতে;

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

'অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।' (নিসা ৪:৯০)

আর যদি তারা আমাদের উপরে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় আমাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ আমভাবে সকলকে হত্যা করে তাহলে তাদেরও সেভাবে হত্যা করা যাবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থঃ 'আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।' (তাওবা ৯:৩৬)

চতুর্থ স্তরঃ দ্বীন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা ফরয وَالْمَرْحَلَةُ الرَّابِعَةُ

এই পর্যায়ে এসে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানেই কুফুর এবং শিরক তথা দ্বীনে বাতিল বিজয়ী থাকবে সেখানেই যুদ্ধ চালিয়ে দ্বীনকে বিজয়ী করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চাই তারা প্রথমে যুদ্ধ করুক অথবা না করুক। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে অথবা জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিম শাসনের আনুগত্য মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। এই জিহাদের উদ্দেশ্য হবে–

كَسْرًا لِشَوْكَةِ الْكُفْرِ، وَإِعْزَازًا لِلدِّيْنِ، وإعلاءً لِكَلِمَةِ الله

কাফিরদের শক্তি, অহংকার ও গৌরবকে চূর্ণ করে দেওয়া, আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষা করা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ত ও তাওহীদের বাণী সমুন্নত করা। এখন থেকে শুধু আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ নয় বরং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আক্রমনাত্মক যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই স্তরের সূচনা হয় নবম হিজরীর হজের পর চার মাস অতিক্রম হওয়ার পর। এই হজ্বে আবু বকর সিদ্দীককে (রা:) আমিরুল হজ্ব করা হয়েছিল এবং আলীকে (রা:) পাঠানো হয় এই ঘোষণা দেয়ার জন্য। যেমনটি সূরা তাওবার শুরুতে ইরশাদ হচ্ছে;

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে সে সব লোকের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।' (তাওবা ৯:১) এই একই সূরায় আরও ইরশাদ করা হয়ঃ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'তোমরা যুদ্ধ কর ঐসকল লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।' (তাওবা ৯:২৯)

এই আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হল যে, জিহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক নয় বরং যেখানেই কুফ্র ও শির্ক বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্ত ও মানুষের তৈরি করা আইন-বিধান চলবে এবং বহু রব ও বহু ইলাহের আনুগত্য করবে সেখানেই হামলা করতে হবে। এটাই সর্বশেষ বিধান এবং এটাই চূড়ান্ত এবং এর মাধ্যমেই দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো এই পরিপূর্ণ দ্বীনকে মেনে নেওয়া। প্রথম স্তরের ক্ষমার আয়াতগুলো অথবা দ্বিতীয় স্তরের অনুমতির আয়াতগুলো আর তৃতীয় স্তরের আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জনতাকে ধোঁকা না দিয়ে সর্বশেষ স্তরের আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, কাফের-মুশরিকদের শক্তি ও বিজয়কে চুরমার করে দেওয়ার জন্য জিহাদের প্রতি মুসলিম জনতাকে উদ্বুদ্ধ করাই একজন পূর্ণ মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা এ বিষয়টি সাধারণ লোকদের কাছে অপ্রিয়। এ কারণেই আল্লাহ (সুব:) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন–

كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্তদনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্তদসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্তদনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তূত: আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।' (বাকারা ২:২১৬)

এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জিহাদের বিষয়টি সকলের কাছে ভালো লাগবে না। এ কারণেই আমরা অনেক তাওহীদের দাবিদার কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঠিক অনুসারী বলে পরিচয় দানকারীদেরও দেখি জিহাদের প্রসঙ্গ আসলে হয়তো তারা এড়িয়ে যান নতুবা চুপ থাকেন অথবা অপব্যাখ্যা শুরু করে দেন। এমনকি তারা অনেকে কাফের মিডিয়ার শিখানো সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থি বলেও মুজাহিদীনদের সমালোচনা করেন। যারা নির্যাতিত, নিপিড়িত মজলুম মানুষের অর্তনাদে সাড়া দিয়ে নিজ স্ত্রী-সন্তান, ব্যাবসা-বানিজ্য, বাড়িঘর, আত্মীয়-স্বজন এমনকি জীবনের মায়া ত্যাগ করে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ে নিজ জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেন তাদের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজী করেন। অনেকে আবার কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভীতি প্রদর্শণ অবৈধ হওয়া, কোন মুসলিমকে হত্যা করা বিষয়ক হাদীসগুলোকে বিকৃত করে লিখে দিয়েছেন– কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শণ করা ও হত্যা করা ইসলামে জায়েজ নেই। অথচ আল্লাহর দুশমন ও মুমিনদের দুশমন কাফের-

মুশরিকদের ভীতি প্রদর্শণ করতে আল্লাহ (সুব:) নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوَّة وَمنْ ربَاط الْخَيْل تُرْهبُونَ به عَدُوَّ اللَّه وَعَدُوَّكُمْ

'আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছ সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর।' (আনফাল ৮:৬০)

মূলত এ জাতিয় আলেমরা ইসলামের যে ক্ষতি করে সে ক্ষতি কাফের-মুশরিকদের বোমা হামলা দ্বারাও হয় না। কেননা তাদের বোমার আঘাতে ইসলামের অনুসারী একদল মুসলিম নিহত হয়। কিন্তু ইসলামের কোন পরিভাষা পরিবর্তণ করা, অর্থবিকৃতি করা অথবা তাবীল করে ঘুরিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব এক শ্রেণীর আলেম দ্বারা। আলেম নামধারী এ সকল ইসলামের নাদান দোস্তরা মুসলিমদের রক্ষার জন্য ইসলামের অপব্যাখ্যা করে এবং ইসলামের ক্ষতি করে। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি ইসলাম রক্ষার জন্য যুগে যুগে মুসলিমরা নিজেদের জীবনকে বিসর্জণ দিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের রক্ষার জন্য ইসলামের কোন অংশকে কখনোই বিসর্জণ দেওয়া হয়নি। তার জ্বলন্ত প্রমান ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা:) বলেছিলেন– দ্বীনের সামান্য ক্ষতি হবে আর আমি আবু বকর জীবিত থাকবো? এরা অনেকে জিহাদকে নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও কথার জিহাদ দ্বারা অপব্যাখ্যা করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَمْرو بْن عَبَسَةَ ..... قَالَ وَمَا الْجهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقيتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجهَاد أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقرَ جَوَادُهُ وَأُهْريقَ دَمُهُ

'আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো: কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়ার পা কেটে ফেলা হয়েছে (যাতে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে না পারে) এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।' (জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্বাবরানী। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)

এই হাদীসে জিহাদ কাকে বলে তার সুস্পষ্ট সমাধান দেওয়া হয়েছে। কোনো নামধারী আলেমের ব্যাখ্যার অবকাশ রাখা হয়নি।

এরা মূলত মুসলিম যুবকদের জিহাদ থেকে নিরুৎসাহিত করে কাফের-মুশরিকদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। অথচ আল্লাহ (সুব:) মুসলিম যুবকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী, আপনি মুসলিমদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন ।' (আনফাল ৮:৬৫)

যুগে যুগে প্রায় সকল নবিরাই যুদ্ধ করেছেন এবং স্বীয় উম্মতদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

'আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন ।' (আল ইমরান ৩:১৪৬)

আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আল্লাহ (সুব:) একা হলেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

'তুমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদের উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর ।' (নিসা ৪:৮৪)

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা:) জীবনে বহু যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, আহত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন। সকল সাহাবীরাই তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ (সুব:) ও নিজেকে যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'সুতরাং তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন এবং যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদের পরীক্ষা করেন উত্তম পরীক্ষা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (আনফাল ৮:১৭)

শুধু তাই না, মুমিনদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যদি কেউ না থাকে তাহলে আল্লাহ একাই যথেষ্ট বলে ঘোষান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।' (আহযাব ৩৩:২৫)

শুধু তাইনা, জিহাদ ও কিতালের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব:) নিজেও আহবান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ: 'আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদের বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী ।' (নিসা ৪:৭৫)

আল্লাহ (সুব:) আরও বলেন–

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ: 'অভিযানে বাহির হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারী এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে ।' (তাওবাহ্ ৯:৪১)

আল্লাহর এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যারা পার্থিব মোহে পরে থাকে তাদের ধিক্কার জানিয়ে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ - إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহ

তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' (তাওবাহ ৯:৩৮-৩৯)

হয়তো বলবেন, আমাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, ব্যাবসা-বানিজ্য, বাড়িঘর ইত্যাদির কি হবে? সে ব্যাপারেও আল্লাহ (সুব:) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [التوبة/٢٤]

'বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (তাওবা ৯:২৪)

আল্লাহ (সুব:) যুদ্ধের মাধ্যমে জান্নাতের বিনিময়ে যাদের জান-মাল ক্রয় করেছেন তাদের গুনাবলী :

১. التَّائِبُونَ তাওবাকারী।

২. الْعَابِدُونَ ইবাদাতকারী।

৩. الْحَامِدُونَ আল্লাহর প্রশংসাকারী।

৪. السَّائِحُونَ সিয়াম পালনকারী।

৫. الرَّاكِعُونَ রুকূকারী।

৬. السَّاجِدُونَ সিজ্‌দাকারী।

৭. الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ সৎকাজের আদেশদাতা।

৮. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ অসৎকাজের নিষেধকারী।

৯. الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। (তাওবা ৯:১১২)

১০. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ যারা বলে, 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'।

১১. الصَّابِرِينَ যারা ধৈর্যশীল।

১২. وَالصَّادِقِينَ সত্যবাদী।

১৩. وَالْقَانِتِينَ আনুগত্যশীল।

১৪. وَالْمُنْفِقِينَ ব্যয়কারী।

১৫. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। (আল ইমরান ৩:১৬-১৭)

জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করার ৪৫ টি উপায় :

১. 'জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা'।
২. শহীদি মৃত্যুর জন্য দু'আ করা।
৩. নিজের মাল দ্বারা জিহাদ করা
৪. মুজাহিদীনদের যুদ্ধের সামান তৈরি করে দেয়া
৫. মুজাহীদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা
৬. মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা
৭. শহীদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা
৮. জেলে বন্দি অথবা আহত মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশোনা করা
৯. কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্ত করা
১০. মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করা
১১. মুজাহিদীনদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং সব-সময় জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা
১২. মুজাহিদীনদের মেডিকেল সহযোগিতা করা
১৩. পশ্চিমাদের মিথ্যা মিডিয়ার প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা
১৪. মুনাফিকদের মুখোশ উম্মোচন করা
১৫. জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা
১৬. মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা দেয়া, তাদের গোপনীয়তাকে হেফাজত করা
১৭. মুজাহিদীনদের জন্য দু'আ করা
১৮. জিহাদের ব্যাপারে সঠিক খবরা-খবর রাখা এবং তা প্রচার করা
১৯. মুজাহিদ আলেমদের বই, লেকচার এবং লেখা প্রচার করা
২০. মুজাহিদীনদের পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করা
২১. আলেম এবং ইমামদের কাছে মুজাহিদীনদের খবরা-খবর পৌঁছে দেয়া
২২. শারিরিক যোগ্যতা অর্জন করা
২৩. অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়া
২৪. প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেয়া
২৫. জিহাদের ফিক্‌হ এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা

২৬.মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদের সবধরণের সহযোগিতা করা
২৭.'আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃনা করা' এই আক্বীদার বিকাশ ঘটানো
২৮.মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করা
২৯.জিহাদী ওয়েবসাইট তৈরি করা
৩০.আমাদের সন্তানদের জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি ভালবাসা শেখানো
৩১.আরাম- আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করা
৩২. ঐ সকল যোগ্যতা অর্জন করা যা মুজাহিদীনদের কাজে লাগে
৩৩. যে সকল জামা'আত জিহাদ করছে তাদের সাথে নিজেকে শরীক করা
৩৪. হক্ব আলেমদের দিকে অন্যদের দিক নির্দেশনা দেয়া
৩৫.হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা
৩৬.হক্ব আলেমগনের ব্যাপারে অন্যদের অবহিত করা
৩৭.মুজাহিদীনদের নাসিহাহ্ (উপদেশ) দেয়া
৩৮.ফিত্না বিষয়ের হাদীস অধ্যায়ন করা
৩৯. এ যুগের ফেরাউন ও তার জাদুকরদের মুখোশ উম্মোচন করে দেয়া
৪০.মুজাহিদীনদের জন্য নাশিদ (জিহাদী সংগীত, কবিতা, গজল ইত্যাদী) তৈরি করা
৪১. শত্রুদের পণ্য বয়কট করা
৪২.কুরআন সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করা
৪৩.বিভিন্ন ভাষায় মুজাহিদীনদের লেখাগুলো অনুবাদ করা
৪৪.'মুক্তি প্রাপ্ত দল' এই উম্মতের ৭২টি দলের মধ্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা

(জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এবং আপনি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার জন্য আমার লেখা 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ' নামক বইটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল ।)

আসুন আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দ্বীন কায়েম করার জন্য উপরোক্ত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি । আল্লাহ (সুব:) আমাদের তাওফীক দান করুন । আমিন!

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং তাদের বিরোধিদের উপর তারাই বিজয়ী হবে । তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি 'দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত । (আবূ দাউদ ২৪৮৬)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِى أَصْحَابَهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ (সুব:)ঐ ব্যক্তির প্রতি খুশি হন যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অবর্তীণ হলো অতপর যুদ্ধে তার দল পরাজিত হলো । অতপর সে তার নিজের পরিণতিও বুঝতে পারলো তা স্বত্তেও যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয় । আল্লাহ (সুব:) ফেরেশতাদেরকে বলেন তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ সে আমার পুরষ্কারের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে যুদ্ধ করছে এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়েছে ।' (আবূ দাউদ ২৫৩৮)